তামাকের খবর

PROGGA Knowledge for Progress

মে ২০১৩

তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সাময়িকী

সংশোধিত আইনের আলোকে যথাযথ বিধি প্রণয়ন করতে হবে

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে

প্রসঙ্গ কথা

তামাকের খবর' ধারাবাহিক সংকলনটি এখন শক্তিশালী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিনির্মাণের গর্বিত অংশীদার। তামাক কোম্পানির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপ এবং নানাবিধ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত প্রায় সবগুলো সংশোধনী গ্রহণ সাপেক্ষে আইনটি সংশোধিত আকারে পাশ হয়েছে। গণমাধ্যমকর্মীরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে আইন সংশোধনকে ঘিরে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা নিয়মিত জনসম্মুখে তুলে ধরে আইন পাশের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছেন। এজন্য সকল সংবাদকর্মীদের জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। বর্তমানে চলছে সংশোধিত আইনের আলোকে বিধি প্রণয়ন কার্যক্রম। কোম্পানিগুলো এখন আইন প্রয়োগের জায়গাগুলো দুর্বল করে দেওয়ার জন্য আগ্রাসী হয়ে উঠবে। সুতরাং এসময়ে গণমাধ্যমকর্মীদের পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ থাকতে হবে। আর একটি বিষয়, সামনেই জাতীয় বাজেট। তামাক কোম্পানিগুলো ইতোমধ্যেই তাদের সুবিধাভোগীদের মাধ্যমে কর না বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন হস্তক্ষেপমূলক কার্যক্রম শুরু করেছে। তামাক কোম্পানির এইসব অপকৌশল গণমাধ্যমে প্রকাশ করে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিতে হবে। এ সংখ্যার 'তামাকের খবর' সাজানো হয়েছে তামাকের স্বাস্থ্য ক্ষতি, তামাক চাষে কোম্পানির প্রলোভন, বিড়ি শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থা, তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে কেন্দ্র করে তামাক কোম্পানির বিভিন্ন হস্তক্ষেপ বিষয়ক লেখা নিয়ে। এছাড়াও একটি বহুজাতিক তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতার ছদ্মাবেশে চালিয়ে যাওয়া বিভিন্ন প্রমোশনাল কার্যক্রমের নিবিড় চিত্র স্থান পেয়েছে। আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাদের পরবর্তী প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করবে।

“সকল তামাক পণ্যে উচ্চ হারে করারোপ করতে হবে”

তামাক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যম: সাম্প্রতিক ধারা

’তামাক নিয়ন্ত্রণ সংশোধন বিল পাস’। সংবাদ শিরোনামটি তামাকবিরোধী সংগঠনসহ সমগ্রজাতির প্রত্যাশা পুরণ করেছে। গণমাধ্যমই এই শিরোনাম তৈরির অন্যতম প্রধান কারিগর। বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমের ভূমিকা অব্যাহতভাবেই জোরালো হচ্ছে। তামাক শুধু যে স্বাস্থ্যগত বিষয় নয় বরং এর সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি রাজনৈতিক বিষয়ও জড়িত তা গণমাধ্যমে প্রকাশিত সাম্প্রতিক খবরাখবর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রজ্ঞার মিডিয়া মনিটরিং বিশ্লেষণে দেখা গেছে বিগত সাত মাসে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ২০১২ থেকে মার্চ ২০১৩ সময়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক মোট খবরাখবর বেড়িয়েছে ১৪৫৩ টি, যার মধ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন বিষয়ক খবরের সংখ্যাই সর্বাধিক। কারণ, এসময়েই ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধনী) বিল ২০১৩’ মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন পাওয়া থেকে শুরু করে সংসদে উত্থাপন করা পর্যন্ত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করেছে। আইন সংশোধনের বিভিন্ন দিক যেমন তামাক পণ্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রবর্তন, পাবলিক প্লেসে ‘স্মোকিং জোন’ রাখার অপকারিতা, তামাকের বিকল্প চাষে ভর্তুকি বা ঋণ প্রদান সংক্রান্ত পূর্বের ধারাটি বিলুপ্তির বিরোধীতা, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং এক্ষেত্রে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ, সর্বোপরি আইনটি দ্রুত সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক খবরাখবর ছিল উল্লেখযোগ্য। একইভাবে তামাকের স্বাস্থ্যক্ষতি বিষয়ক প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনী বিলটি দ্রুত পাশের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে যুগপৎভাবে ভূমিকা রেখেছে। গত সাত মাসে (চিত্র:১) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন ও তামাকের স্বাস্থ্যক্ষতি এই দুটি ইস্যুতে প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩২৪ এবং ৩১১ টি। এসময়ে পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে অধূমপায়ীদের রক্ষায় শতভাগ ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে । এ বিষয়ে মোট ২৬৮ টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তামাক চাষের মৌসুম শুরু হওয়ায় তামাক চাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন খবরাখবরের সংখ্যায়ও (১৩৬ টি) ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে তামাক কোম্পানিগুলো কিভাবে বিভিন্ন প্রলোভনের মাধ্যমে দরিদ্র কৃষকদের তামাক চাষে প্রলুব্ধ করছে সেই বিষয়ে প্রচুর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, কেবল সংখ্যার বিচারে নয়, গুনগত বিচারেও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক খবরাখবরের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্য-উপাত্ত নির্ভর রিপোর্টের পাশাপাশি এখন উল্লেখযোগ্যহারে নিবন্ধ, ফটো-ফিচার, মতামত, টক-শো, উপ-সম্পাদকীয়, সম্পাদকীয় ইত্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে। অর্থাৎ গণমাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি কিছুটা হলেও জায়গা করে নিতে পেরেছে।

অন্যদিকে তামাক কোম্পানিগুলোও বসে নেই। গণমাধ্যমের উপর তাদের প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ এখন ‘ওপেন সিক্রেট’ বিষয়। বিগত ৭ মাসের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেখা যায় তামাক এবং তামাক কোম্পানির পক্ষে যায় এমন খবরাখবরের সংখ্যা মোট সংবাদের প্রায় ৮ শতাংশ। অথচ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই হার কখনই ১ থেকে ২ শতাংশের বেশি ছিল না। এর একটাই অর্থ, অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় তামাক কোম্পানি এখন অনেক বেশি সক্রিয়। তামাক কোম্পানি ভালো করেই জানে একটি শক্তিশালী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ ও বাস্তবায়ন হলে তাদের ব্যবসাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং জেনে বুঝেই কোম্পানিগুলো এসময়ে তাদের আগ্রাসী কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছে এবং অত্যন্ত সফলভাবে পাবলিক প্লেসের নির্ধারিত স্থানে ধূমপানের বিধান রাখাসহ বেশকিছু ধারা সন্নিবেশিত করে আইনটিকে খানিকটা দুর্বল করতে সক্ষম হয়েছে। আইন সম্পূর্ণকরণে বিধি তৈরি একটি গুরত্বপূর্ণ ধাপ। তামাক কোম্পানি তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বিধিগুলো দুর্বল করার চেষ্টা করবে। এসময়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীদের সহযোদ্ধা হিসেবে গণমাধ্যমকে জনস্বার্থের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে যাতে করে জনস্বাস্থ্যের অন্যতম রক্ষাকবচ এই আইনটি অধিকতর কার্যকর ও বাস্তবায়নযোগ্য বিধিসমেত জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা করতে পারে।

আশার কথা, গণমাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সংবাদ প্রকাশে যে উত্তরণ ঘটতে শুরু করেছে তা সামগ্রিকভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক একটি দিক। গণমাধ্যমের এই ইতিবাচক ভূমিকা বজায় থাকলে তার সুফল জাতি পাবেই। বিশেষত আমাদের তরুণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা এখনও তামাক কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়িক লালসার শিকার হয়ে ওঠেনি তাদের এই ভয়ানক বিষের ছোবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

Media on Tobacco Control: Recent Trend

Tobacco Control Amendment Bill Passed- the catchy headline satisfies desire of the anti-tobacco organizations and the nation. Mass media is the one of the draftsmen of the heading. Media role is becoming stringent gradually in Bangladesh. Recent news articles have clearly shown that tobacco is not only bad for health; it also has linkage with social, financial and even political matters. Media monitoring analysis of PROGGA, for last seven months (September 2012- March 2013), reveals that 1453 media pieces have been published and tobacco control law amendment is on top because the 'Smoking and Tobacco Product Usages (Control) (Amendment) Act has crossed different important steps including approval from the Cabinet to tabling in Parliament. Different aspects of law amendment like pictorial warning, detrimental effects of 'designated smoking zones' in public places, opposing the section abolition that ordered to provide subsidy on alternative crop cultivation, bureaucratic complexity regarding tobacco control law amendment, and over all, the necessity of rapid amendment of the law etc. were discussed in the period. Besides, news over the detrimental health effects of tobacco has made it easier to fathom the needs of passing the law. Figure 1 shows the published reports on two issues- tobacco law amendment and health damages in last seven months, and the number of stories stands 324 and 311 respectively. Smoking-free public place and public transport has also been highly prioritized by the time to protect the non-smokers there. The issue has been covered by 268 reports. During the tobacco cultivation season, there were 136 reports - bears great significance, particularly dealt the tricks that tobacco companies used to exploit and engage farmers into tobacco farming.

Number of media pieces (Sept 12-March 13)

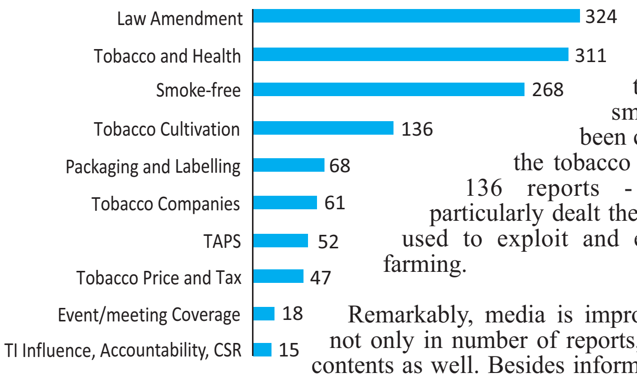

Remarkably, media is improving in dealing with tobacco not only in number of reports, but with the grade of quality contents as well. Besides informative reports, notable numbers of Articles, Photo-features, Opinions, Talk Shows, OP-ED, and Editorials have regularly been published. It is a vibrant indicator that tobacco has a space on media. On the other side, tobacco companies are not wasting idle times. Tobacco companies' interference on mass media is 'open secret'. Data set of past seven months shows that pro-tobacco news covered around 8% of the spaces of all tobacco reports. But the trend did not cross 1% - 2% in recent past years. It is the visible outcome the tobacco company activities to prove that they are more active than ever before in Bangladesh as they know very well that if a strong tobacco control law is passed, they are to suffer worst. Therefore, they are continuing their aggressive activities and successfully retained the section of designated smoking zones in public places in the amended law and added some other sections there that has weaken the amended tobacco control act slightly. Rules formulation is an important consecutive step to complete a law. Tobacco companies will try extremely to weaken the Rules. Media should be a vigilant defender of public interest along with the other tobacco control activists in order to implement the law, which is considered as the safeguard of public health, more effective and particular manner.

Hopefully, the development of tobacco control news on mass media will bring an overall positive aspect for all. If the current trend remains, the nation someday will reap its benefit- especially the youngsters who have not turned yet into the victim of tobacco companies' greed can be sheltered.

অর্থনীতি প্রতিদিন
২৪ মার্চ ২০১৩

বঞ্চনার শিকার তামাকশিল্পে জড়িত শ্রমিকরা
বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি

রিমন রহমান কয়েক যুগ ধরে বঞ্চনার শিকার তামাকশিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকেরা। প্রতি বছর বাজেটের আগে বিড়ি শিল্প মালিকেরা তামাকের ওপর কর না বাড়ানোর দাবি জানিয়ে থাকেন। শ্রমিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সরকার কর বাড়ায় না। ফলে তামাকজাত পণ্য উৎপাদন নিরুৎসাহিত না হওয়ায় বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি। আগামী ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেটকে সামনে রেখে এরই মধ্যে মাঠে নেমেছে এক শ্রেণীর বিড়ি মালিক। কর মওকুফ বা নতুন করে যাতে বাজেটে করারোপ না করা হয় সে জন্য দাবি-সংবলিত চিঠি প্রস্তুত হয়েছে। চলছে তাতে এমপিদের স্বাক্ষর গ্রহণের কাজ।

বিড়ি কাচাঁমাল তামাক উৎপাদন এবং তা ব্যবহার উপযোগী করে বিড়ি, গুল, জর্দা তৈরীর অন্যতম বৃহৎ অঞ্চল রংপুরের হারাগাছ। এ এলাকার বেশির ভাগ মানুষই বিড়ি-গুল উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। বিশেষ করে শিশুরাও এ কাজে সম্পৃক্ত। বিড়িতে কর বসানো ক্ষেত্রে সরকারের দিক থেকে কয়েক বছর শিথিলতা দেখানো হলেও শ্রমিকের বেতন-ভাতা বাড়েনি। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রতিদিন হারাগাছ এলাকা থেকে প্রায় ৮-১০ কোটি পিস বিড়ি তৈরী হয়। একজন শ্রমিক প্রতিদিন তিন-চার হাজার বিড়ি তৈরী করেন। বেশির ভাগ কারখানায় প্রতি হাজার বিড়ি তৈরির জন্য শ্রমিককে দেওয়া হয় মাত্র ১৫ থেকে ১৮ টাকা। কিছু কারাখানায় প্রতি হাজারের জন্য দেওয়া হয় ২৩ টাকা ৫০ পয়সা। প্রতি হাজার বিড়ির বাজারমূল্য মানভেদে ১৪০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত। মজুরি বৃদ্ধির জন্য এ এলাকায় প্রায় পথে নামছেন শ্রমিকরা। মজুরি বৃদ্ধি, চিকিৎসা ভাতা সহ বিভিন্ন দাবিতে তারা নেমে আসেন রাস্তায়। তখন বন্ধ হয়ে যায় কারখানার উৎপাদন। শ্রমিকরা প্রতি হাজার বিড়ি তৈরীর মূল্য ২৫ থেকে ৩৫ টাকায় বৃদ্ধি, প্রতি ঈদ ও পূজায় এক হাজার টাকা করে বোনাস দাবি করেছেন। এছাড়া কোন শ্রমিক পঙ্গু হলে এক লাখ ২৫ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া, মারা গেলে তার পরিবারকে এক লাখ টাকা দেওয়া, বিড়ি শ্রমিকদের চিকিৎসা ভাতাসহ বিড়ি বিক্রির আয় থেকে আসা একটি সম্মানজনক অংশ বিড়ি শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয়ের দাবিতে মিছিল-সমাবেশ করেছেন তারা।

বিড়ি শ্রমিকদের একটি সূত্র জানায়, অতীতে হারাগাছে বিড়ি শ্রমিকদের যেসব আন্দোলন হয়েছে তাতে শ্রমিকদের চেয়ে শ্রমিক নেতারাই লাভবান হয়েছেন বেশি। হারাগাছে বিড়ি শ্রমিকদের নেতৃত্বাধীন শ্রমিক সংগঠনের শীর্ষ নেতারা আন্দোলনের মাধ্যমে মালিকপক্ষের সঙ্গে গোপন সমঝোতা করে লাখ টাকার মালিক বনে গেছেন। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বর্তমানে রংপুরে উল্লেখযোগ্য যে বিড়ি কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে তা হলো- আজিজ বিড়ি, করিম বিড়ি, তাজ বিড়ি, আনছার বিড়ি,

হারুন বিড়ি, মতি বিড়ি, সোনার চাঁদ, মায়া বিড়ি, মেনাজ বিড়ি, বেঙ্গল বিড়ি, হালিম বিড়ি,শহীদ বিড়ি, সরুজ বিড়ি, রহমান বিড়ি, হালিম বিড়ি, নুরজাহান বিড়ি, মটর বিড়ি প্রভৃতি। তামাক উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করা হলেও শুধু রংপুর এলাকায় এবার তামাকচাষ হয়েছে চার হাজার হেক্টর জমিতে। দাম ভালো পাওয়ায় কৃষকরা তামাকের দিকে ঝুঁকছেন। শুধু বিড়ি শিল্পের ওপর ভিত্তি করেই হারাগাছে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে অনেকেই হয়ে উঠেছেন দেশের নাম করা ধনকুবের। এদের মধ্যে রয়েছেন শিল্পপতি রহিম উদ্দিন ভরসা (আজিজ বিড়ি), ধনকুবের। এদের মধ্যে রয়েছেন শিল্পপতি রহিম উদ্দিন ভরসা (আজিজ বিড়ি), করিম উদ্দিন ভরসা (করিম বিড়ি), আনোয়ারুল ইসলাম মায়া, মহসিন আলী বেঙ্গল, শাহ আলম অন্যতম। এদের অনেকেই হয়েছেন সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধি। পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ করদাতা হিসেবেও অনেকে কামিয়েছেন সুনাম। কিন্তু এদের বিড়ি কারখানায় যেসব শ্রমিক কর্মরত তাদের ভাগ্যের তেমন পরিবর্তন হয়নি। নাগরিক সুবিধা তো দুরের কথা, ন্যূনতম শ্রমিক সুবিধাও নেই বিড়ি কারখানাগুলো।

বিকল্প কোন আয়ের পথ না থাকায় বিড়ি শ্রমিকরা নামমাত্র পারিশ্রমিকেই কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছের এম রহমান বিড়ি ফ্যাক্টরির মালিক মজিবর রহমান। তার বিড়ি কারখানা যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৬৫ সালে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে এ ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত তিনি। কিন্তু তার কারখানার শ্রমিকদের ভাগ্য রয়েছে সেই তিমিরেই। হারাগাছে জনপ্রিয় নাম আজিজ বিড়ি। এর মালিক রহিম উদ্দিন ভরসা এ দেশের একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি। এছাড়া তিনি সংসদ সদস্যও নির্বাচিত হয়েছেন। এলাকার উন্নয়নে তিনি বড় ধরনের অবদান রাখলেও

অনেকেই হয়েছেন সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধি। পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ করদাতা হিসেবেও অনেকে কামিয়েছেন সুনাম। কিন্তু এদের বিড়ি কারখানায় যেসব শ্রমিক কর্মরত তাদের ভাগ্যের তেমন পরিবর্তন হয়নি। নাগরিক সুবিধা তো দুরের কথা, ন্যূনতম শ্রমিক সুবিধাও নেই বিড়ি কারখানাগুলো।

‘বিড়ি শিল্পে করারোপ যাতে না হয় সে জন্য প্রতি বছরই আন্দোলন হয়। শ্রমিকদের স্বার্থে আমরাও রাজপথে নামি। তবে শ্রমিকদের ভাগ্যেও তেমন উন্নতি হয় না।’ তিনি বলেন, বিড়ি মালিকরা ঠিকই লাভ করেন, তার অংশ শ্রমিকরা পান না। আন্দোলন করার পর গত বছর এক ঈদে প্রতি শ্রমিককে মাত্র ১৫০ থেকে ২০০ টাকা করে বোনাস দেওয়া হয়েছে। এই সামান্য টাকায় কী হয়?

শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নয়নে তিনি বিশেষ কোনো পদক্ষেপ নেননি বলে জানান শ্রমিকরা। রহিম উদ্দিন ভরসার ভাই করিম উদ্দিন ভরসাও কয়েকবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনিও ধনকুবের। তবে তার মালিকানাধীন করিম বিড়ি কারখানার শ্রমিকরাও নানা বৈষম্যের কথা জানিয়েছেন। আজিজ বিড়ি ইন্ড্রাস্ট্রিজের মার্কেটিং ম্যানেজার এবং রহিম উদ্দিন ভরসার ছেলে মো:আখতারুল হক ভরসা বলেন, হারাগাছ এলাকার অধিকাংশ মানুষ বিড়িশিল্পের সঙ্গে জড়িত। ইচ্ছে করলেই এ পেশা থেকে রাতারাতি তাদের অন্য পেশায় সরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। বিড়ি কারখানায় কাজ করে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, শ্রমিকদের ফ্রি চিকিৎসা, কারখানায় খাবার বিতরণ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও বৃক্ষরোপনের উদ্দ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরেজমিন আজিজ বিড়ি কারখানায় গিয়ে দেখা গেছে উল্টো চিত্র। কারখানায় মানবিক পরিবেশের লেশমাত্র নেই। হারাগাছের মানুষের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে। উপার্জনের বিকল্প উপায় না থাকার বৈরী অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে তারা চলছেন যুগের পর যুগ। প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে কঙ্কালসার দেহ, নেই ভালো পরিধেয়-জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় না বেশির ভাগ মানুষের। সীমিত আয় দিয়ে কোনো দিন খেয়ে, কোনো দিন উপোস থেকেই জীবন সংগ্রামে লড়ছেন বিড়ি শিল্পে নিয়োজিত লাখ লাখ মানুষ। এরা ভূমিহীন, গৃহহীন, নিঃস্ব এবং দরিদ্র। একদিন উপার্জন না হলে এদের অনেককেই উপোস থাকতে হয়। শ্রমিকরা জানান, বিকল্প কোন কাজ না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে এই পেশায় থাকতে হচ্ছে তাদের। যেন মালিকদের হাতে তারা অনেকটা জিম্মি । স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণে বেশির ভাগ শ্রমিকই এই পেশা পরিবর্তনে আগ্রহী। হারগাছ পৌরসভায় ছোট-বড় মিলিয়ে বিড়ি কারখানা আছে অর্ধশতাধিক। সচল আছে ৪০-৪৫ টি। সঠিক কোন তথ্য না পাওয়া গেলেও সূত্র জানিয়েছে , মোট বিড়ি শ্রমিকের ৩০ শতাংশ শিশু। মা-বাবার সঙ্গে সংসারের হাল ধরতে শিশুরাও জড়িয়ে পড়ছে তামাকশিল্পের সঙ্গে। যে বয়সে বই নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা সেই বয়সে শিশুদের কোমল হাত তৈরী করছে মরণ নেশা বিড়ি। তামাকের ছোবলে শ্রমিকদের ঘরে ঘরে যক্ষা, হাঁপানি, ডায়াবেটিস, অ্যাজমা, শ্বাসকষ্ট, হার্টের অসুখ। অনেকে মরণ-ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। হারাগাছ সারাই মরনেয়া বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও এলাকার বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা আমীন উদ্দীন বলেন, ‘বিড়ি শিল্পে করারোপ যাতে না হয় সে জন্য প্রতি বছরই আন্দোলন হয়। শ্রমিকদের স্বার্থে আমরাও রাজপথে নামি। তবে শ্রমিকদের ভাগ্যেও তেমন উন্নতি হয় না।’ তিনি বলেন, বিড়ি মালিকরা ঠিকই লাভ করেন, তার অংশ শ্রমিকরা পান না। আন্দোলন করার পর গত বছর এক ঈদে প্রতি শ্রমিককে মাত্র ১৫০ থেকে ২০০ টাকা করে বোনাস দেওয়া হয়েছে। এই সামান্য টাকায় কী হয়? চিকিৎসা সুবিধা, খাবার বিতরণসহ কারখানার পরিবেশ উন্নত করার বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেই বলে তিনি অভিযোগ করেন। বিড়ি মালিক সমিতির সভাপতি মজিবর রহমান বলেন, চলতি অর্থবছরে তামাকের কর বাড়ানো হয়নি বলে সরকারকে ধন্যবাদ। যদি বাড়ত তবে এখন যে অবস্থায় এই শিল্প আছে, তার চেয়েও খারাপ পর্যায়ে যেত। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি বা অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার প্রশ্নে তিনি বলেন, মালিক ভালো থাকলে শ্রমিক ভাল থাকবেন। আগামী বাজেটে বিড়িতে যাতে কর না বাড়ে সে জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তামাক চাষ, তামাক থেকে বিড়ি, গুল, জর্দা তৈরির পেশা থেকে ধাপে ধাপে শ্রমিকদের সরিয়ে আনতে হবে। মালিকরা শ্রমিকদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ওই পেশায় রাখতে চাইলেও শ্রমিকরা চান বিকল্প কর্মসংস্থান। বাজেটে কর সুবিধা দিয়ে শ্রমিকদের ভাগ্যের চাকা ফেরানো যাবে না। তামাক চাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় কঠিন সব রোগব্যাধি শরীরে বাসা বাঁধছে তাদের। বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের হার বিশ্বের মধ্যে অন্যতম। দেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা চার কোটির বেশি। ৪৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক সেবন করেন। ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, তামাকপণ্য স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনা করে প্রতি বছর এর ব্যবহার কমাতে চেষ্টা করা হয়। তামাক চাষে কোন ঋণ দেওয়া হয় না। চলতি অর্থবছরে বিড়ির ওপর কর বৃদ্ধি না করায় তামাক ব্যবহারে উৎসাহ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

bdnews24.com
Bangladesh's First Online Newspaper

7 March 2013

'A pee corner in a pool'

After more than three years of dawdling, the government is on the way to finalise the revised tobacco control law keeping designated smoking zones in public places like restaurants that campaigners view as designating a 'pee' corner in a swimming pool.

Nurul Islam Hasib As World Health Organization says passive smoking is as injurious as smoking itself and smoking in one corner can pollute the entire environment, anti-tobacco campaigners' demand that the provision be revoked altogether before the law is finalised. They say the provision has been kept bowing down to the pressure of the tobacco companies, which have been accused of delaying the law. Keeping designated smoking zone in public places is also contrary to the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) that Bangladesh ratified and in light of that, the government has revised the 2005 Tobacco Control Act, they say. "It (smoking corner) is contradictory to the provision of the international convention (FCTC) that we signed," says Saber Hossain Chowdhury, a key ruling Awami League lawmaker, from a Dhaka constituency. Chowdhury who is vocal in anti-tobacco movement told bdnews24.com that he had written to the parliamentary standing committee for health to scrap the provision. The revised 2005 Tobacco Control Act is now with the standing committee where it was sent after the Health Minister placed it in Parliament on Mar 4 a long 190 days after the Cabinet approved the draft.

According to the 'death clock' that keeps a running tally of the tobacco-related deaths in a billboard beside a busy road in Bijoy Sarani between Prime Minister Sheikh Hasina's residence and the parliament building nearly 30, 000 people died in 190 days in Bangladesh where estimated 57,000 people die of tobacco-related illness every year. "This provision (designated smoking zone) maligned the revised law which is unless effective," said Taifur Rahman, Bangladesh Coordinator of the US-based Campaign for Tobacco Free Kids. He said once passed, tobacco companies had to print pictorial warnings of tobacco health hazards covering 50 percent of the pack on both sides. Punishment has also been increased for violation from individuals to company level and authorities of a public place can be fined if the law has been violated in that place.

The law has also recognised smokeless products like jarda, and gul as tobacco products and widened the definition of public places as any places where people go. Even local government authorities can designate a place smoke-free. "But if you keep a smoking corner in a public place, it will pollute the entire area. It's like peeing in a corner of a swimming pool," Rahman said and hoped that the parliamentary standing committee would take out the provision. "It is also contrary to the FCTC in light of which we are making the law," he said. Bangladesh ratified the FCTC in 2005 agreeing to control tobacco use by all means, including banning advertisements, making laws and raising taxes. But due to low tobacco prices, study shows 43 percent people aged above 15 years consume tobacco in some forms. Rahman said tobacco companies were active from the beginning so that 'a strong anti-tobacco law is not enacted.' "Even it was reported that big tobacco companies tried to motivate the finance ministry with their tax myth like the government will lose revenue if strict measures are taken to check tobacco use," he said. "But in fact more is needed to be paid to treat tobacco-related illness than the government earns as revenue (from tobacco companies)," he said citing a WHO study.

Dr Sohel Reza Chowdhury, Associate Professor, Epidemiology and Research of the National Institute of Health Foundation and Hospital, said their study found harmful fine particles like PM 2.5 was 2.5 times more in restaurants that allowed smoking than non-smoking restaurants. "The particle is so fine that it can easily enter into the lungs through gaseous exchange and cause smoker's lung diseases including cancer to anyone," he said.

The Daily Star

5 March 2013

Govt gives in to tobacco industry

2 vital provisions dropped from anti-tobacco bill's final draft

M Abul Kalam Azad Two provisions crucial in controlling tobacco use have been dropped from the final draft of an anti-tobacco law following hectic lobbying from tobacco companies. The initial draft contained the provisions for not providing farmers with soft loan or subsidy for tobacco cultivation, and not keeping smoking zone in smoke-free public places, said sources in the ministries concerned. The Smoking and Tobacco Products Usage (Control) (Amendment) Bill, 2012 was sent to the parliamentary standing committee on health ministry yesterday for further scrutiny after it was placed in parliament for passage. Sources said tobacco companies have been very active in lobbying the ministries to delay the entire process. The Daily Star talked to the health, finance and agricultural ministers to know how the provisions were dropped.

The ministers said the provisions should have been kept in the final draft considering the steady growth of tobacco cultivation and consumption, and its deadly impact on health. "I was against keeping any smoking zone in smoke-free public places, especially in airports. But many cabinet members found it necessary," said Health Minister AFM Ruhal Haque. On loan and subsidy to farmers for tobacco cultivation, he said many farmers take loan and cultivate tobacco for profit. "We must give them alternatives and encourage them to cultivate other crops." The minister said tobacco companies might have lobbied different ministries to bring changes to the draft. "They are active in every sphere." Agriculture Minister Matia Chowdhury recently told The Daily Star, "My ministry wanted to keep the provision for not giving soft loan or subsidy for producing tobacco that absorbs a great amount of nutrient from soil and reduces its fertility." She said her ministry decided in principle not to give any loan or subsidy for tobacco cultivation. "We give subsidy for alternative crops." When asked about the exclusion of the provision, Matia said other ministries were also involved in the process. Anti-tobacco campaigners and officials in the health and agriculture ministries pointed their fingers at the finance ministry for making the changes in the draft under the influence of tobacco companies.

However, Finance Minister AMA Muhith claimed he had no idea how the provision for not providing soft loan or subsidy for tobacco cultivation got dropped from the final draft. "The provision might have been dropped following inter-ministerial meetings." And the reason could be that tobacco companies now provide credit and subsidy for tobacco cultivation, he said. Muhith said the draft could be changed in the parliament with the inclusion of necessary provisions. The minister said he was against the idea of having smoking zone in smoke-free publicplaces. "If smoking zones are kept, the entire area will ultimately be affected." As the Anti-Tobacco Law, 2005 was deemed insufficient to control tobacco use, the government in 2010 decided to amend the law. The cabinet in December last year approved the draft that included all chewing tobacco in the list of tobacco products. It also contains provisions for having pictorial warnings on tobacco packs, increasing the number of smoke-free public places, tightening control on tobacco advertisements and sponsorship, and raising fines for violation of tobacco law. The amended law will not be effective without the two vital provisions, said Taifur Rahman, advocacy and media coordinator of Campaign for Tobacco-Free Kids, Bangladesh. Anti-tobacco campaigners said the exclusion of the provisions will result in an increase in tobacco production. They said if smoking zones are kept in smoke-free public places, it will eventually affect the non-smokers. According to the Framework Convention on Tobacco Control to which Bangladesh is a party, smoking zones cannot be kept in smoke-free public places.

There has been a steady rise in tobacco cultivation in the country, as tobacco companies continue to target more and more fertile land. According to a study of private organisation Ubinig, tobacco was cultivated on 75,880 acres of land in Bangladesh in 2006, and it rose to 1.83 lakh acres in 2010. Bangladesh is among the five countries that are affected the most by tobacco use. On an average, 165 people die from tobacco-related diseases every day in Bangladesh, according to a study of World Heath Organization. The study shows that the cost of treatment for tobacco-related diseases is double of what the government earns from the tobacco sector.

ভোরের কাগজ

২ মার্চ ২০১৩

প্রশাসনের ওপর তামাক কোম্পানির ভূত!

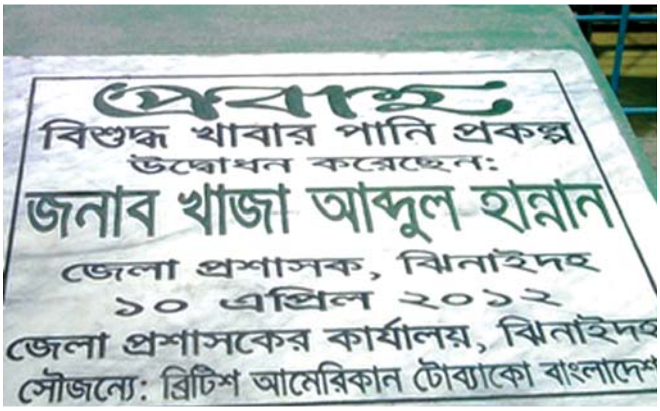

মনি মাহমুদ তামাক-জাতীয় পণ্য উৎপাদন খাত থেকে সরকার ‘বিপুল’ পরিমাণ রাজস্ব পায়, এ ধরনের প্রচারণার নেপথ্যে রয়েছে তামাক কোম্পানিগুলোর প্রতি প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের ‘সফট-কর্নার’। গত দুবছরের কয়েকটি ঘটনা এ বিষয়টির একাধিক প্রমাণ দিয়েছে। বিড়ি-সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের একটি চিঠি আসার পর তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী প্রস্তাবটি মন্ত্রিসভা থেকে ফেরত পাঠানো হয়। সেই সঙ্গে পাসের জন্য সংশোধনী প্রস্তাবটি সংসদে পাঠাতেও অহেতুক কালক্ষেপণ করার প্রমাণ মিলেছে। শুধু এ ঘটনাই নয়, বর্তমান সংসদের কয়েকজন সদস্যও তামাক কোম্পানির পক্ষ নিয়ে মেতে ওঠেন প্রচারণায়। তামাক-জাতীয় পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কৌশলে সরকার ও প্রশাসনের লোকজনদের ব্যবহার করছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেশকিছু তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেছে। সরকারসহ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। অন্যদিকে কিছু মিডিয়া তামাক কোম্পানির সেসব খবর ফলাও করে প্রচার-প্রকাশ করছে। এভাবে কৌশলে নিজেদের সাফাই গাইছে প্রতিষ্ঠানগুলো। এতে করে হচ্ছে তাদের পণ্যের ব্র্যান্ডিংও।

ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি) বাংলাদেশ লিমিটেড ২০১১ সালের ১৮ ডিসেম্বর অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সঙ্গে বৈঠক করে তার কাছে একটি চিঠি দেয়। এতে বলা হয়, রাজস্ব আয়ের ১১ শতাংশই আসে সিগারেট কোম্পানি থেকে। কিন্তু তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের যে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে তার কিছু ধারা-উপধারা প্রয়োগযোগ্য নয় কিংবা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক হবে। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ও কর্পোরেট এন্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান জাকির ইবনে হাই স্বাক্ষরিত ওই চিঠি পাঠানোর পরদিনই অর্থমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে লেখেন,

> “সরকারসহ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। অন্যদিকে কিছু মিডিয়া তামাক কোম্পানির সেসব খবর ফলাও করে প্রচার-প্রকাশ করছে। এভাবে কৌশলে নিজেদের সাফাই গাইছে প্রতিষ্ঠানগুলো।”

‘জরুরি ভিত্তিতে পরীক্ষা করে পেশ করুন। কার উদ্যোগে সংশোধনটি হচ্ছে’। পরে সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়াটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় ওঠার কথা থাকলেও এমন চিঠি চালাচালির পরিপ্রেক্ষিতে তা আর হয়নি। প্রস্তাবিত সংশোধনী পাস ঠেকানোসহ প্রশাসনের নানান স্তরে জোরালো তদবির অব্যাহত রেখেছে তামাক কোম্পানি। সংসদে আইনটি পাস হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে একাধিকবার বলা হয়েছিল। কিন্তু ‘অজানা’ কারণে কালক্ষেপণ চলছে। ফলে আইনটি পাস হওয়ার বিষয়টি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়লো। দেরির কারণ হিসেবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কেই দায়ী করছেন তামাকবিরোধীরা। এ প্রসঙ্গে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের মিডিয়া এন্ড এডভোকেসি কো-অর্ডিনেটর তাইফুর রহমান ভোরের কাগজকে বলেন, প্রতি বছর হাজার হাজার মৃত্যু ঠেকানোর বিষয়ে যে আইনটি পাস হওয়া খুব জরুরি তা নিয়ে এভাবে অকারণ কালক্ষেপণ অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়। এতে সরকারের পলিটিক্যাল কমিটমেন্টের অভাবের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গড়িমসি না করে যথাযথ উদ্যোগ নেয়া উচিত ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তামাকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে প্রশাসনের ওপর। সেই সঙ্গে কয়েকটি মিডিয়াসহ সাংবাদিকদের একটি সংগঠনের অনুষ্ঠানের যাবতীয় খরচ বহন করারও নজির রয়েছে। বিএটি প্রতি বছর সাংবাদিকদের একটি সংগঠনের অনুষ্ঠান স্পন্সর করে। রাজধানীর সবচেয়ে অভিজাত হোটেলে হয় সেই অনুষ্ঠান। যথারীতি অর্থমন্ত্রীও থাকেন সেই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। সংশ্লিষ্ট না হলেও বিএটি আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে অর্থমন্ত্রীর যাওয়ার নজির আছে। এছাড়া কয়েকজন সংসদ সদস্যকেও তামাক কোম্পানির পক্ষে প্রচারণায় নামানো হয়েছে। বিড়ি ‘শিল্প’ রক্ষার আবেদন জানিয়ে সম্প্রতি একটি ডিও লেটারে এমপিদের স্বাক্ষর নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পাঠানো হয়। এছাড়া বিভিন্ন তামাক কোম্পানির অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিয়ে তামাক চাষ, উৎপাদন এবং এই ‘শিল্প’কে বাঁচানোর দাবিতে কণ্ঠ সুউচ্চ রেখেছেন কয়েকজন সংসদ সদস্য। অবশ্য বেশিরভাগ এমপিই এর বিপক্ষে। দেখা গেছে, ‘বিড়ির ওপর ট্যাক্স বাড়ালে ২৫ লাখ শ্রমিকের জীবিকা বন্ধ হয়ে যাবে’– প্রতি বছরই বাজেটের আগে এমন প্রচারণায় নামে কোম্পানিগুলো। এ বিষয়টি সরকারের নীতি-নির্ধারকদের কাছে তুলে ধরেন এক শ্রেণীর কর্মকর্তা। অর্থ, শিল্প ও কৃষি মন্ত্রণালয় এমনকি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়েরও এক শ্রেণীর কর্মকর্তা পক্ষ নিচ্ছেন তামাক কোম্পানির। তারাও একই সুরে বলেন, তামাকের ওপর কর বাড়ালে ‘লাখ লাখ’ বিড়ি শ্রমিকের ওপর এর প্রভাব পড়বে। কিন্তু বাস্তবতা আসলে ভিন্ন। তামাক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠান ‘প্রজ্ঞা’র সহযোগিতায় পরিচালিত ‘বাংলাদেশের বিড়ি : মিথ ও বাস্তবতা’ শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের ১১৭টি বিড়ি কারখানায় (৮৪টি ব্র্যান্ড) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সর্বোচ্চ ৩ লাখ শ্রমিক কাজ করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

লালফিতায় আটকে যাচ্ছে

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী

শীতকালীন অধিবেশনেই এটির অনুমোদনের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তা সংসদ সচিবালয়ে না আসায় এ আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া মন্ত্রিপরিষদে খসড়া অনুমোদনের পর থেকেই তামাক কোম্পানিগুলো ব্যাপক অপতৎপরতা শুরু করে। ফলে আইন মন্ত্রণালয় সম্প্রতি খসড়াটি সংসদে না পাঠিয়ে ফেলে রেখেছে বলে জানা গেছে।

হামিদ-উজ-জামান মামুন আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও কোম্পানিগুলোর অপতৎপরতায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী আটকে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। জাতীয় সংসদের চলতি শীতকালীন অধিবেশনেই এটির অনুমোদনের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তা সংসদ সচিবালয়ে না আসায় এ আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া মন্ত্রিপরিষদে খসড়া অনুমোদনের পর থেকেই তামাক কোম্পানিগুলো ব্যাপক অপতৎপরতা শুরু করে। ফলে আইন মন্ত্রণালয় সম্প্রতি খসড়াটি সংসদে না পাঠিয়ে ফেলে রেখেছে বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে ক্যাম্পেন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্রে এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর তাইফুর রহমান বলেন, পুরো বিষয়টিতে আইন মন্ত্রণালয়ের অসময়োচিত এবং অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে এ কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এ প্রক্রিয়াটিতে তামাক কোম্পানির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পৃক্ততা বা ইন্ধন রয়েছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। ইতোমধ্যেই সংশোধনীটি চলতি সংসদ অধিবেশনে পাস করার যথেষ্ট সময় আছে কি-না, সে বিষয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। তাই সরকারের কাছে আমাদের জোর দাবি, অবিলম্বে সংশোধনী প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে এটিকে সংসদে পাস করে আইনে পরিণত করা হোক।

অন্যদিকে এখনও তামাক দ্রব্যকে খাদ্য হিসেবে মনে করছে খোদ সরকারী একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ পরিসংখ্যাণ ব্যুরো (বিবিএস) প্রতিমাসে ভোক্তার মূল্যসূচক (সিপিআই), মূল্যস্ফীতির হার এবং মজুরী হার সূচক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে। সম্প্রতি জানুয়ারী মাসের প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। এতে তামাকজাতীয় পণ্যকে খাদ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে। মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংস্থাটির লিখিত বক্তব্যে বলা হয়েছে, চাল, আটা, মসুর ডাল, মাছ, ডিম এবং তামাকজাতীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারনে (গত মাসের তুলনায়) খাদ্য পণ্যের মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। এ বিষয়ে বিবিএসের মহাপরিচালক গোলাম মোস্তফা কামাল জনকণ্ঠকে বলেন, বিষয়টি আমরা এতদিন ভেবে দেখিনি, এখন ভেবে দেখা হবে। সূত্র জানায়, এমনিতেই নানা রকম দুর্বলতা রয়েছে আইনের সংশোধনী খসড়ায়। তার পরও বর্তমানে যে অবস্থায় আছে এটিকে অনেক ভাল বলে মনে করেছিল তামাকবিরোধী সংগঠনগুলো। কিন্তু সে অবস্থায় থাকবে কিনা তাই নিয়ে অনেক আগে থেকেই আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমান সংশোধিত খসড়াটি বিভিন্ন দিক থেকে শক্তিশালী হলেও কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে।

যেমন ২০০৫ সালে অনুমোদিত মূল আইনে স্মোকিং জোনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবার সংশোধনীতে এই জোন রাখার বিষয়টি তুলে দেয়ার দাবি ছিল তামাক বিরোধীদের। কিন্তু সেটি করা হয়নি। ২০০৫ সালের ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের ৭ নং ধারায় ধূমপান এলাকার ব্যবস্থা অংশে বলা হয়েছিল, (১) কোন পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে এবং কোন পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে ধূমপানের জন্য স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করে দিতে পারবেন। (২) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের ধূমপানের স্থানের সীমানা, বর্ণনা সরঞ্জাম এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৮ নং অংশে সতর্কতামূলক নোটিস প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, ধারা ৭-এর অধীনে ধূমপান এলাকা হিসেবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী, ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত স্থানের এক বা একাধিক জায়গায় এবং পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট যানবাহনে ধূমপান হইতে বিরত থাকুন ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ লেখা সংবলিত নোটিস বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু বর্তমান ২০১৩ সালের সংশোধনীতে এই স্মোকিং জোন তুলে দেয়ার দাবি ছিল তামাকবিরোধী সংগঠনগুলোর । কিন্তু তা হয়নি। তবে কিছুটা কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। যেমন সংশোধনীর খসড়া ২০০৫ সালের ১১ নং আইন এ নতুন ধারা ৭ক এর সন্নিবেশ অংশ বলা হয়েছে, উক্ত আইনের ধারা ৭-এর পর নিম্ন রূপ নতুন ধারা ৭ক সন্নিবেশ হবে। যথা ৭ক পাবলিক প্লেস বা পরিবহনের মালিক ইত্যাদির দায়িত্ব (১) -এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করবেন। (২) উপধারা (১) এর অধীন প্রণীত বিধির বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি অনধিক ৫শ' টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হবেন। ২০০৫ সনের ১১ নং আইনের ধারা ৮-এর সংশোধনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, উক্ত আইনের ধারা-৮ এর বিদ্যমান উপ-ধারা (১)-এর পর নিম্নরূপ উপধারা (২) সংযোজিত হবে। যথা, (২) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উপ-ধারা-১-এর বিধান লংঘন করলে তিনি অনাধিক ১ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন। এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ করলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হবেন।

ফ্রেম ওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল এফ সি টি সি-র প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ বাংলাদেশ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালে দেশে প্রথম তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন হয়। আইনটির কিছু সীমাবদ্ধার কারণে এফ সি টি সি-র আলোকে গত বছর ২৭ আগস্ট ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সংশোধনী আইন ২০১১ এর খসড়া নীতিগত ভাবে অনুমোদন দেয় মন্ত্রীসভা। কিন্তু সংশোধনীতে তামাকের বদলে বিকল্পচাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার বিষয়টি এড়িয়ে নীতিমালা প্রনয়ণের কথা বলা হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীরা মনে করছেন শুধুমাত্র তামাক কোম্পানির তৎপরতাই এই ধরনের নীতিমালা প্রনয়ণের সুপারিশ করা হয়েছে। **শাহনাজ শারমিনের** রিপোর্টে বিস্তারিত।

fm 89.2 abc radio dhaka

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী তামাক সেবনের কারণে বাংলাদেশে বছরে ৫৭ হাজার মানুষ মারা যায় এবং এই হিসেবে প্রতিদিন গড়ে মারা যাচ্ছে ১৫৬ জন মানুষ। সরকারি হিসাবে দেশে প্রতিবছর ৭৭ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হচ্ছে এতে বিপুল পরিমাণ খাদ্য শস্যের উৎপাদন কমে যাওয়া সহ কৃষি জমি হারাচ্ছে তার উর্বরতা । তামাক উৎপাদন নিরুৎসাহিত করতে সংশোধিত আইনে বিধিমালার জন্য একটি সময় সীমা বেঁধে দেওয়া দরকার বলে মনে করেন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্‌ (সিটিএফকে)-র অ্যাডভোকেসি এন্ড মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনী কমিটির সদস্য তাইফুর রহমান। তিনি আরো বলেন, "আইনে যদি দু'টা বিষয় থাকতো যেমন ভর্তুকি দেওয়া যাবে না এবং লোন দিতে হবে তাহলে এটা প্রয়োগ করার বিষয় থাকত। আর তামাক কোম্পানির ইন্টারভেনশনের কারণে এই দু'টা জিনিস যে চলে গেল আমরা তা বুঝতে পারছি। যেটা রইল তা হলো সরকারের এই বিষয়ে নীতি প্রণয়ন করার কথা। এখন আমরা যেটা সরকারকে চাপ প্রয়োগ করতে পারি যে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা কম্প্রিহেন্সিভ বা সমন্বিত নীতি আপনি করেন। সেটা আমরা বলতে পারি যে আইনে আছে।"

কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর মতে তামাক কোম্পানিগুলোর তৎপরতায় কৃষকরা তামাক চাষ করলেও এর মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে নিজেরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তাঁরা। তবে এককভাবে কৃষি মন্ত্রনালয়ের পক্ষে তামাক চাষ বন্ধ করা সম্ভব নয় উল্লেখ করে তিনি এর জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়গুলোর মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন বলে মনে করেন। এই প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, "কোম্পানিগুলি এখন খুব ক্ষ্যাপা। এখন তামাক কোম্পানিরগুলির সাথে আমরা সরাসরি লাইগে যাব কিনা সেটাতো অন্য মন্ত্রনালয়ের ব্যাপার। তামাক যেহেতু স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর এবং এর ফলে অনেক রোগের উদ্ভব হয় এবং সেটা আল্টিমেটলি কৃষককেই আবার ক্ষতি করে। আমরা বিশেষ করে সার ও ভর্তুকি এখন দিচ্ছি না। আমরা কৃষককে বিকল্প ফসলে উৎসাহিত করছি বরং সেখানে তাঁরা অনেক সহযোগিতা পাচ্ছে।" তামাক চাষের কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহায়তা চান। পাশাপাশি তামাক কোম্পানিগুলোর তৎপরতা কথা অকপটে স্বীকার করেন তিনি। এ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ আ ফ ম রুহুল হক বলেন, "তামাকচাষে নিরুৎসাহিত করতে চাই চাষীদের। সেই জায়গাটায় আমরা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা চেয়েছি, এবং তারা সহযোগিতা করতে রাজি। আমরা যা পাশ করে দিয়েছি, তা ওয়ার্ড অনুযায়ী বদল হয়ে গেছে। আমাদের প্রতিটা স্টেজে আমাদের বিপক্ষ যত এক্টিভ, আমরা তত এক্টিভ না, সেই জন্যই এটা হয়েছে। কথায় কথায় তারা ইন্টারফেয়ার করে শব্দ পরিবর্তন করে ফেলে। আমি আবারও দেখব অবশ্যই।"

অভিযোগ রয়েছে কৃষি ও স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তামাকচাষে সরাসরি ভর্তুকি থাকার বিষয়টি অর্থমন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপে সংশোধিত আইনে রাখা যায়নি। তবে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত এ অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছেন। তাঁর সাফ জবাব এ বিষয়ে তাঁর পক্ষ থেকে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা হয়নি বরং আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে এটি বাদ পড়েছে বলে তাঁর দাবি। এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেন, "ভর্তুকি দেয়া যাবে না এটা আমার কোন ইন্টারভেনশন নাই। তার মানে ইন্টার মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্সে এটা বাদ পড়েছে। ভর্তুকিটা বিধিতে রেখেছে কেন আই ডোন্ট নো। ভর্তুকির বিধি করতে হবে এই জন্য বিকোজ সাম কালটিভেটরস্‌ অলসো ডু টোব্যাকো । ইউ ক্যান নট ডিনাই দেম ফারটিলাইজার সাবসিটি। বিকোজ টোব্যাকো ইজ দিয়ার। সুতরাং উই উইল হ্যাভ টু ডু বিধি। কারণ এইটা আইনে পারা খুব অসুবিধা। পার্লামেন্টে যাবে। পার্লামেন্ট ইজ দ্যা রাইট প্লেস টু ডু চেইঞ্জ।"

চলতি অধিবেশনে সংশোধিত আইনটি সংসদে উঠবে বলে আশা করছেন সবাই । তার আগে সংশোধিত আইনে যেসব দুর্বলতা রয়েছে সেগুলো দূর করার তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। যদিও আইন মন্ত্রী ব্যারিস্টর শফিক আহমেদ আইনের সাংঘর্ষিক কোন বিষয় থাকলে তা নিরসনে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ লিখিত আকারে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো যাবে বলে জানিয়েছেন। কমিটি তা বিবেচনায় নিয়ে অন্তর্ভুক্ত করলে তা সংশোধনীসহ পাশ হবে।

ATN NEWS বাংলার ২৪ ঘণ্টা
২৭ জানুয়ারি ২০১৩

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী তামাক ও তামাকজাত পণ্য সেবনের কারণে দেশে প্রতিদিন গড়ে মারা যাচ্ছে ১৫৬ জন মানুষ। অথচ আইনের সংশোধনীতে তামাকের বদলে বিকল্প চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার বিষয়টি এড়িয়ে গেছে সরকার। তামাক কোম্পানিগুলোর রাজস্বকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে উল্টো তামাকজাতীয় পণ্যের ব্যবহার উৎসাহিত করার অভিযোগ করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিস্তারিত **সুশান্ত সিন্‌হার** রিপোর্টে।

> ২০০৫ সালে অন্তত আর্টিকেল ১২ তে ছিল যে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হবে। তামাকচাষকে নিরুৎসাহিত করার জন্য বিকল্প ফসলের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেটাকে বদলে দিয়ে এখন বলা হচ্ছে একটা নীতিমালা করা হবে।

সরকারি হিসেবে দেশে প্রতিবছর ৭৭ হাজার হেক্টর জমিতে তামাকচাষ হচ্ছে। এতে বিপুল পরিমাণ ধানসহ খাদ্যশস্যের বদলে যে তামাক উৎপাদিত হচ্ছে তার বিষে নীল হতে বসেছে যুবসমাজসহ পুরো জাতি। গবেষকদের মতে ৯৮ শতাংশ মাদকাসক্ত তরুণের হাতে-খড়ি হয় বিড়ি, সিগারেট দিয়ে। এই প্রসঙ্গে মানস এর সভাপতি ডাঃ অরূপ রতন চৌধুরী বলেন, "৪ লক্ষ লোক পঙ্গু হয়, ৫৭ হাজার লোক মৃত্যু বরণ করে। সেই ক্ষতিটা হচ্ছে ৫ হাজার কোটি টাকা বৎসরে। কিন্তু তামাকে রাজস্ব আয় হচ্ছে সরকারের ২৪'শ কোটি টাকা। আগে তো ১৫-৩৫ বছরের তরুণরা তামাক শুরু করতো মানে সিগারেট। এখন দেখা যাচ্ছে আট কিংবা নয় দশ এর মধ্যেই বেশি শুরু করে। এই সিগারেটের মধ্যেই কিন্তু গাঁজা ঢুকায়। এই সিগারেটের পরেই ফেনসিডিল খায়।" তামাক চাষ নিয়ে উবিনিগের নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আখতার বলেন, "চাষ বন্ধ না করতে পারলে কিন্তু আসলে তামাক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না। ক্রমাগত এক এলাকায় মাটি নষ্ট হওয়ার পরে তারা আবার চলে যাচ্ছে উর্বর এলাকাগুলোতে।"

তামাকজাতীয় পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারে কোম্পানিগুলোর শাস্তি ৫ লাখ টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ১ লাখ টাকা। যদিও পাবলিক প্লেসে ধূমপানের শাস্তি ৫০ থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১০০ টাকা। গত ২৭ আগস্ট মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত ২০০৫ সালের ধূমপান ও তামাকজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনীতে তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করার বিষয়টি কৌশলে বাদ রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এ বিষয়ে ফরিদা আখতার বলেন, "২০০৫ সালে অন্তত আর্টিকেল ১২ তে ছিল যে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হবে। তামাকচাষকে নিরুৎসাহিত করার জন্য বিকল্প ফসলের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেটাকে বদলে দিয়ে এখন বলা হচ্ছে একটা নীতিমালা করা হবে। যেটা (তামাক) আট মাসে হয় কিন্তু বারো মাসের ফসলকে নষ্ট করে।"

তামাক কোম্পানির কর্মকান্ড প্রসঙ্গে ডাঃ অরূপ রতন চৌধুরী বলেন,"ভর্তুকি রাখার কথা ছিল না কিন্তু রাখা হচ্ছে তামাকচাষীদের অনেক ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এগুলো কার কারসাজি? এগুলো সব তামাক কোম্পানির কারসাজি। আপনার তামাক কোম্পানিগুলো কিন্তু সরকারের ভিতরেও আছে বাইরেও আছে।" আগামী সংসদে আইনটি পাশ হওয়ার আগেই পাবলিক প্লেসের সংজ্ঞা নির্ধারণ হওয়া সহ সংশোধিত আইনের দুর্বলতা দুর করার দাবিও জানান তাঁরা।

theindependent
10 January 2013

Tobacco firms ignore law run promotional campaigns

Faisal Mahmud A large number of tobacco companies are violating the "Smoking and Tobacco Products Usages (Control) Act 2005", by surreptitiously finding out legal loopholes to arrange tobacco promotionals in different parts of the country. In August last year, the cabinet approved proposals to amend the tobacco control law with provisions for three months of simple imprisonment and a fine of Tk. 100,000 for airing any advertisement for tobacco products. According to the existing 2005 Act, the fine is still a paltry Tk. 1,000. Terming the existing Act too weak to control tobacco promotional activities, anti-tobacco activists have long been asking for a full-fledged study on how the tobacco industry exploits loopholes in the 2005 Act in its favour. Sources said only a single study has been conducted on the tobacco promotion activities till now. The Naogaon civil surgeon is implementing a project, "Model District on Tobacco Advertisement, Promotion and Sponsorship (TAPS) Ban", in collaboration with the National Tobacco Control Cell (NTCC) of MOH&FW and WHO. A baseline survey was done in all district and upazila headquarters to document violation of the TAPS ban. Members of the Rover Scout collected relevant data by following a guideline and using a pre-tested questionnaire. Sources said an end-line survey will be conducted at the end of the project to find out the impact of the project and a report will be published.

The Independent visited several districts in the past few months and found tobacco promotional activities, along with indirect advertisements, going on at shops and markets in the name of carrying out corporate social responsibilities (CSR). Different cigarette companies, including Abul Khair Tobacco Company Ltd for its Marise cigarettes, Akiz Corporation Ltd for its Sheik cigarettes, Nasir Tobacco for its Top-10 cigarettes, Azizuddin Tobacco of Jamil Group for its Sahara cigarettes, Bharasa Group for its Siraz cigarettes and Bharasa Gold cigarettes are running several promotional campaigns. In the capital, multinational companies, such as Philip Morris for its Marlboro brand and British American Tobacco (BAT) for its Benson and Gold Leaf brands, are also conducting innovative promotional activities to attract consumers.

Using loopholes in the 2005 Act, which does not state anything about the promotional activities at the point of sales (PoS), over 300 agents recruited by "Spotlight", an event management company, are conducting promotional activities of the Marlboro brand in Dhaka. Under the "Marlboro 10" campaign, the agents are persuading people to buy the cigarettes, explaining why the 10-cigarette packet is better than other brands. Few months back, the same company was another campaign, "Marlboro style", mainly targeting the youth and persuading them that the particular brand goes well with modern lifestyle. Clause-5 of Section-11 of the proposed "Smoking and Tobacco products Usages (Control) Amended Act 2012", however, prohibits such activities. It says: "No promotional activities could be conducted at the point of sales (PoS) of tobacco products". A Spotlight official told The Independent that as the amendment is yet to be made, they are not violating the law by promoting tobacco products. He also claimed that they are only persuading smokers to switch brands, instead of luring non-smokers to tobacco products. Almost all tobacco companies are partially violating the law by using the loopholes of Sub-clause-3 of Clause-3 of the present Act that has fixed the maximum size (5.5 inches x 8.5 inches)

“ the same company was another campaign, "Marlboro style", mainly targeting the youth and persuading them that the particular brand goes well with modern lifestyle. ”

of the leaflets and posters concerning tobacco products and also put a bar on using anything apart from black and white colours in the posters. It was found that most tobacco companies use four colours in their leaflets and posters at the PoS. They also arrange the leaflets and posters at the PoS in such a way that they sometimes work as one large poster, which ultimately nullifies the effectiveness of restricting the size of promotional posters. Different tobacco promotionals have been going on in full swing outside the capital as well. The existing Act states: "No one is allowed to provide any gift, incentive, scholarship or hold any tournament with the aim to encourage the use of tobacco products". However, tobacco companies are providing gifts to promote their products. In Birampur upazila of Dinajpur district, The Independent found that Nasir Tobacco had sponsored a local football tournament by using the logo of Top-10 cigarettes in all the banners.

In Ruma and Thanchi upazilas of Bandarban district and Gowainghat upazila of Sylhet district, the agents recruited by Abul Khair Tobacco Company Ltd have provided special incentives to cigarette retailers and helped them decorate their shops with the billboards and posters of its "Marise" brand. The same company conducted a campaign, "Slide Programme", only a few months back to promote its "Marise" brand. In that campaign, leaflets were distributed among shopkeepers. The leaflets stated that submission of 15 slides, a part of the cigarette pack, to shopkeepers would fetch a reward of one melamine bowl or two packs of cigarettes free of cost. Also, submission of 26 slides would be awarded with a free melamine plate, 60 slides with a bucket and 2,600 slides with a cellphone or a DVD player. When contacted, an official of the company told The Independent that they have stopped conducting such campaigns. Sale and promotional activities of different premium quality cigarette brands, including Benson and Gold Leaf, have increased in Bandarban. This can be attributed to increasing number of tourists in the district. In Ruma, a BAT agent recruited local people to attract tourists towards their brands. Deep inside the hill tracts, even in popular trekking destinations like the Boga Lake and Keukaradong, one can see leaflets and posters of Benson and Gold Leaf cigarettes.

Tobacco cultivation has also increased in different upazilas of Bandarban. On both sides of the Lama-Ali Kadam road from the Chittagong-Cox's Bazar highway lies a vast tract of tobacco fields. Tobacco cultivation has become popular in the long stretches of the Matamuhuri and Sangu rivers in Bandarban. Incidentally, the BAT has installed solar power systems in over 500 households in four hill villages of Bandarban, allegedly nearer to those tobacco cultivations. Sources said that company has also spent hefty amounts to term it as its CSR activity. Several other companies, including Dhaka Tobacco, Bhaiya Group, Akij Group, Abul and Co and Varosha Tobacco are also involved in cultivating and marketing tobacco leaves in different parts of Bandarban. In Battali and Kumargara unions of Kushthia sadar upazila, where the processing plant of the BAT and Nasir tobacco is located, the promotional activities of the cigarette companies are most rampant. The Independent found that the companies actually target the unemployed youth and help them establish kiosks and mobile shops to sell their cigarettes. The companies also offer different gifts and incentives to their agents depending on their performance. The Bajlur Rahman Group (BRB) recently awarded TV and mobile sets to its agents for highest distribution and sale of their cigarette brand - "Perfect".

The Global Adult Tobacco Survey, 2009, showed that in Bangladesh 41.3 million people, aged above 15, use tobacco. The number was 32.3 million in 2007. The World Health Organisation observed that annually 57,000 deaths and 382,000 disabilities in Bangladesh can be attributed to tobacco use. Stricter anti-tobacco law should be in place, it said. The present law provides for ban on advertising, promotion and sponsorship, smoking in public places and public transports and requirements for warning on cigarette packets. However, direct tobacco advertising has been banned only for smoking products. Advertisements through points of sale, the Internet, international TV and

radio have not been fully covered. Anti-tobacco activists, however, expressed optimism that the new amended Act, which will be tabled in the winter session of Parliament, will have stricter measures against tobacco marketing, even at the PoS. Talking to The Independent, Taifur Rahman, advocacy and media coordinator of the Campaign For Tobacco Free Kids (CTFK), said legal restrictions on tobacco promotion is necessary. "Tobacco promotion is mainly for luring young people to smoking. Therefore, effective restriction on tobacco promotion has a tremendous impact on smoking initiation. Young people respond more to promotional activities. Thus, the main purpose of restricting tobacco promotion is to ensure that young people do not start using tobacco", he added.He said that some of the most effective measures for tobacco control includes increasing taxes on tobacco to make it unaffordable to people; creating 100 per cent smoke-free environment in public places and transports; introduction of pictorial health warnings on packets of tobacco products, among others. Rahman, however, said that the scope of "point-of-sale" advertisement is a major weakness in the current tobacco control law, and that the tobacco industry is taking full advantage of it in the absence of advertising in the mass media. "To effectively prevent this, the law should completely ban any advertisement, promotion and display of tobacco products at the point of sale. This is a very important component of effective ban on tobacco promotion, according to the framework convention on Tobacco

control", he added. Dr Mahfuzul Haq, technical officer of WHO in Bangladesh, said the tobacco's industry's marketing strategy in Bangladesh is a complex issue, with practical and academic dimensions. "A study on such marketing strategy would require sound methodology and credible data. The tobacco industry will not cooperate by disclosing their marketing strategy, so data collection will be a real challenge," he said. Dr Haq said if the government imposes pictorial warnings on tobacco products packaging, it will work as a boomerang for the industry. "The shiny tobacco packaging itself is a big marketing for tobacco. With pictorial warnings, such marketing will effectively lose its edge," he noted.

> "Tobacco promotion is mainly for luring young people to smoking. Therefore, effective restriction on tobacco promotion has a tremendous impact on smoking initiation. Young people respond more to promotional activities. Thus, the main purpose of restricting tobacco promotion is to ensure that young people do not start using tobacco"

bdnews24.com
Bangladesh's First Online Newspaper

5 January 2013

'Death Clock' for tobacco users

(bdnews24.com) – An organisation unveiled a 'Death Clock' in Dhaka on Saturday to remind lawmakers of the urgency for legislation to bring down use of tobacco in Bangladesh. Information Minister Hasanul Haque Inu inaugurated the 'death clock' in a billboard on the Bijoy Sarani just opposite the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Novo Theatre. Unveiling the plaque of the 'death clock', Inu called upon all to stop smoking or using other tobacco products. He assured the anti-tobacco campaigner Progga which launched the unique 'death clock' that there will be no more delay in passing the law to restrict use of tobacco products. "It will be passed in the winter session of the parliament (scheduled to kick off at the end of this month)."

The "death clock" keeps a rolling tally of the number of people dying of tobacco-related illness each day in Bangladesh where prices of tobacco are said to be cheapest in the world. 156 people die each day in Bangladesh for tobacco-related ailment. The 'death clock' is now displaying a tally of 20,436 people who have died in tobacco related diseases since Aug 27 this year when the revised tobacco control law was approved by the cabinet nod and put up to the law ministry for vetting. "More delay (in passing anti-tobacco law) means more deaths," said Taifur Rahman, Bangladesh coordinator of US-based Campaign for Tobacco Free Kids.

Inu, however, advocated higher taxes on tobacco products. "Our tobacco is the cheapest in the world. If we can increase the price, the government will get more taxes and many people will be saved (due to lower consumption)." The Ministry of Finance argues that the tobacco industry is one the major sources of government revenue. But the information minister said: "There is no need to be rich selling tobacco." The World Health Organisation (WHO) says smoking is rising quickly in lower-income countries in absence of strict anti-tobacco controls. It says almost two- thirds of the world's smokers live in these poor countries. Bangladesh ratified the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) in 2005 agreeing to control tobacco use by all means including banning advertisements, making laws and raising taxes. Soon after ratifying FCTC, a tobacco control act was passed in 2005, but campaigners point to "loopholes" in implementing it. Nothing was done to introduce pictorial warnings in the tobacco packets in the 2005 act. The current government started revising the act after assuming power in 2009, but delay has pulled down Bangladesh in the global ranking in tobacco control. The Canadian Cancer Society in November ranked Bangladesh 97th in tobacco control, against been 77th in 2010. Media reports suggest lobbying by tobacco companies and bureaucratic hassles repeatedly frustrated efforts to pass a new law.

Apart from 57,000 annual deaths, WHO says, 300,000 people suffer from tobacco-related ailments in Bangladesh – a country where more than 43 percent above the age of 15 consume tobacco in some form. The draft revised law would provide for statutory warnings covering 50 percent space on both sides of tobacco packs. It has raised penalties for violations and identified certain public places where smoking would be banned.

The Financial Express

4 January 2013

Trend of low VAT earning from tobacco sector disappoints NBR Taxmen asked to launch campaign

Doulot Akter Mala The sluggish trend in Value Added Tax (VAT) collection has made the taxmen worried as the major revenue earning sector --- tobacco, has shown a declining pattern during the last few months. In the current fiscal, the government set the target of earning an additional Tk 27.78 billion in VAT. The revenue board expects the 'highest additional revenue' from tax on tobacco worth Tk 15.16 billion to be followed by Tk 11.0 billion coming from commercial importers and businessmen. In the last four months, the VAT wing faced Tk 18 billion shortfall in revenue collection compared to that of its target.

NBR chairman Ghulam Hussain recently held a meeting with the VAT officials and instructed them to focus on three major sectors - tobacco, pharmaceuticals and cement. He instructed the taxmen to intensify intelligence activity to find out tax evasion in these major sectors that comprise almost 50 per cent of the consumption tax. Of the sectors, tobacco contributes 11 per cent to the total VAT collection. Officials said they have found some fake cigarettes are flooding the market, which do not have any valid company name. "These cigarette manufacturers are marketing tobacco items, which do not have any VAT registration numbers. In the process, the VAT wing is being deprived of the revenue on sales of the cigarettes," said a senior VAT official. "These unscrupulous businessmen are also making fake band-rolls and tax stamps to evade tax," he added.

The NBR has taken up the issue seriously and is moving ahead to launch investigation into it, he said. The official said the revenue earning target of NBR was likely to increase by Tk 80 billion in the current fiscal. Of the target, a major segment is expected to come from the VAT wing. "We are now concentrating on some untapped sectors including service sectors to increase the VAT collection," the official said. Introduction of the new VAT software for large companies from January 1, also helped the revenue board in contributing a significant amount to the national exchequer, he added. "It will ensure 'recorded transaction' by big companies to check revenue leakage," he said. The target of VAT collection for FY 2012-13 has been fixed at Tk 404.66 billion with the expectation of a 22 per cent growth over the last fiscal. The target for the last fiscal was Tk 343.04 billion.

"These cigarette manufacturers are marketing tobacco items, which do not have any VAT registration numbers. In the process, the VAT wing is being deprived of the revenue on sales of the cigarettes," said a senior VAT official. "These unscrupulous businessmen are also making fake band-rolls and tax stamps to evade tax"

প্রথম আলো
১০ ডিসেম্বর ২০১২

বান্দরবানে পরিবেশ ধ্বংসকারী তামাকের চাষ বাড়ছে

বান্দরবান প্রতিনিধি বান্দরবানে কৃষকেরা ধান ও রবি ফসল বাদ দিয়ে পরিবেশ ধ্বংসকারী তামাক চাষ করছেন। উৎপাদিত তামাকের বাজার বা বিপণন নিশ্চয়তা পাওয়ার কারণে তামাক চাষ করছেন বলে জানিয়েছেন কৃষকেরা। তবে তামাক চাষের জন্য ব্যবহৃত কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের কারণে বিষাক্ত হয়ে উঠছে মাটি। কৃষি বিভাগের একটি সূত্র জানায়, জেলার প্রায় ৬০ শতাংশ আবাদি জমিতে তামাক চাষ হয়ে থাকে। যদিও কৃষি কর্মকর্তারা দাপ্তরিকভাবে ৭ শতাংশের অধিক জমিতে তামাক চাষ হওয়ার কথা স্বীকার করেন না। জেলা পরিষদের 'দারিদ্র্য বিমোচনে তামাক চাষের বিকল্প ফসলের চাষ' শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাবে বলা হয়েছে, টানা কয়েক বছর তামাক চাষের কারণে মাটির উর্বরতা শক্তি কমে যায়। এ জন্য তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিবছর ২৫-৩০ শতাংশ নতুন জমি তামাক চাষের আওতায় নিয়ে আসছে। এ প্রবণতা বন্ধ না হলে সব আবাদি জমি উৎপাদনক্ষমতা হারিয়ে আগামী দিনে বান্দরবান মঙ্গাকবলিত অঞ্চলে পরিণত হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তামাক কোম্পানিগুলোর মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, এ বছর নতুন চাষির সংখ্যা প্রায় ১০ শতাংশ বেড়েছে। সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, জেলার লামা, আলীকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, থানচি ও রুমায় অধিকাংশ কৃষক বোরো বা রবি ফসল ত্যাগ করে তামাক চাষের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ সময় কৃষকেরা জানান, তামাক কোম্পানিগুলো বীজতলার জন্য পলিথিন, বীজ, কীটনাশক সরবরাহসহ প্রণোদনাসুবিধা (ইনসেনটিভ) হিসেবে ঋণ, সার ও সেচের জ্বালানি খরচও দেয়। এ কারণে তাঁরা তামাক চাষ করছেন। সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য ম্রাচা খিয়াং বলেন, তামাক চাষের জন্য তাঁরা জমি প্রস্তুত করছেন। লাভজনক হওয়ায় বোরো ও রবি ফসল বাদ দিয়ে ৭০-৮০ শতাংশ জমিতে তামাক চাষ করা হচ্ছে। ঢাকা টোব্যাকোর ডিপো ব্যবস্থাপক মনিরুল ইসলাম এ বছর তাঁদের চাষ এলাকা বাড়ার কথা স্বীকার করে বলেন, সাংগু উপত্যকায় গত বছর উৎপাদিত হয় ৪৭৫ টন এবং এবার লক্ষ্যমাত্রা ৫০০ টন। তবে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আক্তার আনোয়ার খান বলেছেন, তামাকের ওপর কর বৃদ্ধির কারণে চাহিদা কমেছে। এ জন্য চাষ বাড়ানোর কোনো যুক্তি নেই। তামাক চাষে মাটি ও পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না বলেও তিনি জানান।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (বান্দরবান) উপপরিচালক আবুল কালাম বলেন, লাভজনক বিকল্প ফসল চাষ ও বাজারজাতকরণে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ না থাকায় তামাক কোম্পানিগুলো এ সুযোগ নিচ্ছে। তামাক চাষ বন্ধ করতে হলে কোম্পানিগুলো যে কৌশলে চাষ করে ও বাজার নিশ্চয়তা দেয়, বিকল্প ফসল চাষেও সে রকম উদ্যোগ নিতে হবে। এ ছাড়া তামাক চাষ থেকে চাষিদের বিরত রাখা সম্ভব নয়। আবুল কালাম আরও বলেন, তামাক চাষ মাটির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক ব্যবহারে ক্ষুদ্র জৈবকণা ধ্বংস হয়ে মাটি উৎপাদনক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

কৃষি বিভাগের একটি সূত্র জানায়, জেলার প্রায় ৬০ শতাংশ আবাদি জমিতে তামাক চাষ হয়ে থাকে। যদিও কৃষি কর্মকর্তারা দাপ্তরিকভাবে ৭ শতাংশের অধিক জমিতে তামাক চাষ হওয়ার কথা স্বীকার করেন না। জেলা পরিষদের 'দারিদ্র্য বিমোচনে তামাক চাষের বিকল্প ফসলের চাষ' শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাবে বলা হয়েছে, টানা কয়েক বছর তামাক চাষের কারণে মাটির উর্বরতা শক্তি কমে যায়।

সকালের খবর
২২ নভেম্বর ২০১২

তামাক চাষের কবলে কুষ্টিয়ার ফসলি জমি

"তামাক চাষে স্থানীয় প্রভাবশালীদের ব্যবহার করছে কোম্পানিগুলো। নানা কৌশলে চাষিদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করছে তারা। তামাকের ক্ষতির বিভিন্ন দিক স্বীকার করে তিনি বলেন, চাষিরা জেনেশুনে বিষবৃক্ষ তামাকের চাষ করছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধিরা তামাক চাষে এলাকার কৃষকদের সহায়তা দিচ্ছে। বীজ, সার থেকে শুরু করে বীজতলা পর্যন্ত তাদের তত্ত্বাবধানে করা হয়।"

উবায়দুল্লাহ বাদল সারাদেশে দিন দিন বাড়ছে বিষবৃক্ষ তামাক চাষ। গত মৌসুমে শুধু কুষ্টিয়ায় চাষ হয়েছিল সাড়ে ২৮ হাজার হেক্টরে। অথচ তার আগের বছর হয়েছিল মাত্র সাড়ে ১৪ হাজার হেক্টর জমিতে। যে জমিতে কিছুদিন আগেও ধান, গম, পাট, আখ ও সবজির আবাদ হতো এখন সেসব জমিতে তামাক চাষ হচ্ছে বলে জানান কুষ্টিয়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ্প পরিচালক এসএম শামসুল আনোয়ার। তার মতে, তামাক কোম্পানিগুলোর কৌশল ও লোভনীয় অফারে প্রতি বছর শত শত একর ফসলি জমি চলে যাচ্ছে তামাক চাষের আওতায়। এতে হুমকির মুখে পড়ছে খাদ্য নিরাপত্তা। তার মতে, ১ হেক্টর জমিতে ৩ দশমিক ৯ টন চাল উৎপাদন হয়। তামাক চাষের বদলে ৪৯ হাজার হেক্টরে ধান চাষ হলে ১ লাখ ৯১ হাজার ১০০ টন চাল পাওয়া যেত। যার বাজারমূল্য ৫০০ কোটি টাকার বেশি। সরেজমিন কুষ্টিয়া ঘুরে এসব তথ্য জানা গেছে।

দৌলতপুর উপজেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খোয়াজ হোসেন জানান, তামাক চাষে স্থানীয় প্রভাবশালীদের ব্যবহার করছে কোম্পানিগুলো। নানা কৌশলে চাষিদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করছে তারা। তামাকের ক্ষতির বিভিন্ন দিক স্বীকার করে তিনি বলেন, চাষিরা জেনেশুনে বিষবৃক্ষ তামাকের চাষ করছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধিরা তামাক চাষে এলাকার কৃষকদের সহায়তা দিচ্ছে। বীজ, সার থেকে শুরু করে বীজতলা পর্যন্ত তাদের তত্ত্বাবধানে করা হয়। খোয়াজ হোসেন নিজের ৫ বিঘা জমির মধ্যে ৩ বিঘাতেই তামাকের চাষ করেন বলে স্বীকার করেন।

দৌলতপুরে গিয়ে দেখা যায়, দিগন্ত জোড়া ফসলের ক্ষেতে ধৈঞ্চার বাগান। ঢাকা টোব্যাকো, আবুল খায়ের ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি) মিলে এলাকার কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে তামাক চাষের সব ধরনের সহায়তা করছে। দৌলতপুর যাওয়ার পথে কুষ্টিয়ার মিরপুরের বিজিবি সেক্টর সদর দফতরের সামনে চোখে পড়ে বিএটির বিজ্ঞাপন। বিলবোর্ডে লেখা হয়েছে, 'মিলেমিলে চাষি ভাই ধৈঞ্চার চাষ করে যাই।' তামাক চাষ করায় জমিতে নাইট্রোজেনের সঙ্কট হয়। ধৈঞ্চা সে অভাব পূরণ কল্পে এমন ব্যাখ্যা দিয়ে তামাক চাষের পক্ষে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তামাক কোম্পানিগুলোর কাছে কৃষকদের জিম্মি হয়ে থাকতে হচ্ছে। কৃষক লালন (৩০) বলেন, 'তামাক চাষে ভূঁই (জমি) জ্বলি যায়। দু'তিন বছর বাদ দিয়ি তামাক চাষ করলি ভালো হয়।' তামাক বীজ থেকে চারা উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত কৃষক সাইদুর রহমান বাবু বলেন, ফসলের দাম না পাওয়া তামাক চাষ বাড়ছে।

সমকাল

১৫ নভেম্বর ২০১২

জর্দা গুল সেবন বাড়ছে

চার কোটি মানুষ স্বাস্থ্যঝুঁকিতে

বদরুদ্দোজা সুমন পুরান ঢাকার কায়েতটুলী এলাকার বাসিন্দা সুলতানা রাজিয়া (৫৩) আয়েশ করে বেশি পরিমাণে জর্দা দিয়ে দিনে প্রায় ২৫টি পান খেতেন। পান খেয়ে ঠোঁটজিহ বা লাল করে রাখাকে 'খানদানি ব্যাপার' মনে করতেন তিনি। বছর চারেক আগে তার জিহ্বার এক পাশে ভয়াবহ সংক্রমণ দেখা দেয়। ঘা হয়েছে মনে করে অনেক দিন হালকা ওষুধ খেয়েছেন। এক পর্যায়ে চিকিৎসক সংক্রমণটি ক্রমে ক্যান্সারে রূপ নিচ্ছে বলে সতর্ক করেন। একটি বেসরকারি হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করে এখন তিনি কিছুটা ভালো আছেন। সমকালকে তিনি বলেন, 'জর্দায় এত্তো ক্ষতি হইতে পারেথ তা চিন্তা করি নাই। ক্যান্সার হইবার পারে জানলে খাইতাম না।' রাজিয়ার মতো জর্দা, গুল, সাদা পাতাসহ অন্যান্য ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে আছেন দেশের চার কোটি ১৫ লাখ মানুষ। তাদের অধিকাংশের বসবাস গ্রামে এবং তারা বয়সে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ। প্রচারের আলোয় না থাকায় জর্দা গুলের মতো পণ্যও যে ধোঁয়াযুক্ত তামাকের সমান অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বেশি ক্ষতিকর সেটি তারা জানেন না। এসব তথ্য জানাতে সরকারি বেসরকারিভাবে দৃশ্যমান উদ্যোগ নেই। দেশে বর্তমানে কতগুলো জর্দা ও গুল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান চালু আছে, সে সংখ্যা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনে (বিসিক) এ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য নেই। সমকাল তথ্য চাইলে প্রায় পাঁচ বছর আগের একটি জরিপ ঘেঁটে সংস্থাটি জানায়, শিল্পনগরীতে ১২টি তামাক কোম্পানি আছে। জর্দা, গুল কারখানা আছে কিনা কর্মকর্তারা সেটা জানেন না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) একটি সূত্র জানায়, মূল্য সংযোজন করের (ভ্যাট) আওতায় নিবন্ধিত জর্দা কারখানা আছে ৩১২টি। গুল কারখানার সংখ্যা ৬০। অর্থাৎ কেবল এ ক'টি কোম্পানি নিয়মিত কর দেয়। এর বাইরে ছোটখাটো ঘর ও স্থাপনায় গোপনে যেসব জর্দা গুল উৎপাদন হয়, সেগুলোর তথ্য এনবিআরের কাছে নেই।

গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভের (গ্যাটস) প্রতিবেদন মতে, দেশের ২৭ দশমিক ২ শতাংশ মানুষ ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন করে। আদমশুমারি ২০১১ চূড়ান্ত প্রতিবেদনে দেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি ২৫ লাখ বলা হয়েছে। উভয় প্রতিবেদনে প্রদত্ত অঙ্কের হিসাব কষে বলা হচ্ছে জর্দা, গুল, সাদা পাতা, খৈনি প্রভৃতি পণ্য সেবন করছে দেশের চার কোটি ১৫ লাখ মানুষ। রাজস্ব আইন অনুযায়ী, স্থানীয়ভাবে জর্দা ও গুল উৎপাদনে ১৫ শতাংশ ভ্যাট এবং ৩০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করতে হয়। জর্দা আমদানির ক্ষেত্রে শতভাগ সম্পূরক শুল্কসহ সব মিলিয়ে ১৫৫ শতাংশ অর্থ রাজস্ব বাবদ আদায় করা হচ্ছে। তাতেও জর্দা, গুল উৎপাদন ও বিপণনে লিপ্তদের আগ্রহ কমছে না। এনবিআরের প্রথম সচিব (মূসক) মো. শওকত হোসেন সমকালকে বলেন, তামাকপণ্য উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করতে বিধি অনুসারে উচ্চহারে কর আদায় করা হচ্ছে। কর ফাঁকি দিয়ে উৎপাদন্ন বিপণনের খবর পেলে মূল টাকার অতিরিক্ত দেড় গুণ জরিমানা করা হয়। এরই মধ্যে বেশ কিছু জর্দা ও গুল কারখানাকে জরিমানা করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

এনবিআর জানায়, গত অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জর্দা কোম্পানিগুলো থেকে আদায় করা করের পরিমাণ চার কোটি ২৩ লাখ টাকা। এর পূর্ববর্তী অর্থবছরে আদায় হয়েছিল তিন কোটি ৮৭ লাখ টাকা। অন্যদিকে, গুল কোম্পানিগুলো থেকে গত অর্থবছরে ৩৫ লাখ ৭২ হাজার টাকা কর আদায় হয়েছে। আগের বছর আদায় করা করের পরিমাণ ছিল ২৯ লাখ ৫৫ হাজার টাকা। এনবিআরের মূসক শাখার শীর্ষস্থানীয় আরেক কর্মকর্তা বলেন, এ খাত থেকে আদায় করা করের পরিমাণ এক বছরের ব্যবধানে বেড়েছে। এতে আত্মতুষ্টির কিছু নেই; বরং এ খাত 'সংকুচিত' হলে জনস্বাস্থ্যের জন্য ভালো। বিসিক সূত্র জানায়, সারাদেশে তাদের ৭৪টি শিল্পনগরী আছে। গত চার বছরে কী ধরনের কারখানা ক'টি আছে স্লেসং ক্রান্ত কোনো জরিপ কাজ বিসিক করেনি। উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শাখায় কর্মরত এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, পাঁচ বছর আগে একবার জরিপ কাজ হয়েছিল। সেই জরিপ ঘেঁটে ক'টি জর্দা ও গুল কারখানা নিবন্ধিত আছে, সেটি তিনি বলতে পারেননি। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ধোঁয়াবিহীন ও ধোঁয়াযুক্ত বিভিন্ন তামাকপণ্য সেবনের ফলে মুখ ও গলায় ক্যান্সার, ফুসফুসে ক্যান্সার, হাঁপানি, পেটে ঘা, পক্ষাঘাত, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্ট, যক্ষ্মা, দাঁত ও মাড়ির ক্ষয়, অকাল গর্ভপাত ইত্যাদি জনস্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি হয়। জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হাবিবুল্লাহ তালুকদার সমকালকে বলেন, মুখগহ্বরের ক্যান্সারে আক্রান্তদের অধিকাংশের বেলায় জর্দা, গুল, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি তামাকপণ্য নির্বিচারে সেবনের ইতিহাস থাকে। মানুষকে বুঝতে ও বোঝাতে হবে এগুলো ক্যান্সারের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

জর্দা ও গুল নিয়ে 'মন্দের ভালো' হিসেবে এনবিআরে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সাদা পাতা (শুকনো তামাকপাতা) বিপণন্নসং ক্রান্ত তথ্য কারও কাছে নেই। এনবিআর বলছে, প্রক্রিয়াজাতের বিষয় না থাকায় সাদা পাতা বিপণন মনিটর করা তাদের এখতিয়ারে পড়ে না। বিপজ্জনক চিত্র পাওয়া যায় খুচরা বিক্রেতাদের কাছে। চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ বাজারে সাদা পাতা বিক্রি করেন ব্যবসায়ী আবদুর রশিদ। সমকালকে তিনি জানান, প্রতিদিন গড়ে এক হাজার পিস সাদা পাতা বিক্রি করেন। প্রতি পিস ১০ টাকা। এটা তার মূল ব্যবসা। রংপুর থেকে সাদা পাতা নিয়ে আসেন তিনি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, দেশের ২২ জেলার ৪৯ হাজার হেক্টর জমিতে প্রতি বছর প্রায় ৯৮ হাজার টন তামাক চাষ হচ্ছে। উৎপাদিত তামাকের একটি বড় অংশ খুচরা বাজারে সাদা পাতা হিসেবে বিক্রি করা হয়। কী পরিমাণ তামাকপাতা খুচরা বাজারে যাচ্ছে, সে তথ্য কৃষি বিভাগে নেই। ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের রোগতত্ত্ব বিভাগে কর্মরত গবেষক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী সমকালকে বলেন, জর্দা গুল ও সাদা পাতায় কোনোরকম পরিশোধন থাকে না। সরাসরি দেহে প্রবেশ করায় এগুলোতে ক্ষতি অনেক বেশি। নারীদের মধ্যে এগুলো সেবনের হার বেশি। তাদের নিরুৎসাহিত করতে পারলে এর ব্যবহার অনেক কমে যাবে।

সংবাদ
২১ অক্টোবর ২০১২

কৌশলে তামাক চাষ বাড়াচ্ছে কোম্পানিগুলো

কমছে খাদ্য উৎপাদন

রুকনুজ্জামান অঞ্জন (কুষ্টিয়া থেকে ফিরে) তামাক চাষে স্থানীয় প্রভাবশালীদের ব্যবহার করছে কোম্পানিগুলো। চাষিদের অনীহার কারণে এ ধরনের কৌশল নেয়া হচ্ছে। বাজারে সবজি ও মসলাজাতীয় পণ্যের দাম বেশি থাকায় কৃষকরা আর তামাক চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তবে তামাক কোম্পানিগুলোর কৌশলে পরাস্ত হচ্ছে কৃষকের ইচ্ছা। কৌশলগুলো হচ্ছে কৃষকদের সার, বীজ ও ঋণ দিয়ে তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করা, তামাক পোড়ানোর উপযোগ তৈরি করতে পূর্ববর্তী ফসল হিসেবে ধনিচা চাষে উৎসাহ দেয়া, প্রচারণা চালাতে বা অন্য কৃষকদের উৎসাহিত করতে টিশার্ট, দেয়াল ঘড়ি, রেডিও, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য উপহার দেয়া, বনায়ন ও বিভিন্ন ধরনের করপোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) কার্যক্রমের মাধ্যমে তামাক চাষে প্রচারণা চালানো, বালাই দমনে জৈব সার ব্যবহারের কৌশল শেখানোর লক্ষ্যে কৃষকদের সংগঠিত করে তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করা, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি যেমন, ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, শিক্ষক, বড় কৃষক বা এলাকার শিক্ষিতজন এ ধরনের ব্যক্তিদের তামাক চাষে সম্পৃক্ত করা, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কৃষকদের সংগঠিত করে স্থানীয় এজেন্টদের মাধ্যমে ক্লাবকেন্দ্রিক কার্যক্রম চালানো এবং এ ক্লাবগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় নির্বাচনে প্রভাব রাখা। সরেজমিন কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, কৃষকের অনেক জমিতে ধনিচা চাষ করা হয়েছে। তামাকের পূর্ববর্তী ফসল হিসেবে ধনিচা করা হয়। এটি কোন অর্থকরী ফসল না হওয়া সত্ত্বেও শুধু তামাক চাষের জন্য কৃষকদের ধনিচা চাষে বাধ্য করা হচ্ছে। ধনিচা দিয়ে একদিকে যেমন তামাক পোড়ানোর উপযোগ হয়, অন্যদিকে ধনিচার শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করায় তামাক চাষ ভালো হয়। কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার শেহলা দক্ষিণ পাড়া রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওমর আলী সংবাদকে বলেন, ফসলের জমি আর মানবদেহ ছাড়াও এখন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষ ছড়াচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। কোম্পানিগুলো এখানকার স্থানীয় নির্বাচনে প্রভাব রাখছে। টাক্সাপয়সা, বিড়িসিগা রেট ছাড়াও তারা পছন্দের প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করতে কৃষকদের সংগঠিত করছে। এরপর তাদের (তামাক কোম্পানি) মাধ্যমে বিজয়ী চেয়ারম্যান ও মেম্বার দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে তামাক চাষ নিশ্চিত করছে। তিনি বলেন, তামাক কোম্পানিগুলোর মূল লক্ষ্য এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি ও বড় চাষি যারা একসঙ্গে কয়েক বিঘা জমিতে চাষ করতে পারে।

সরকারি হিসাব মতে, গত মৌসুমে বাংলাদেশে ৪৯ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে। তার মধ্যে শুধু কুষ্টিয়া জেলায় তামাক চাষ হয়েছে সাড়ে ২৮ হাজার হেক্টর জমিতে। অথচ একই এলাকায় আগের মৌসুমে মাত্র সাড়ে ১৪ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক হয়। কোম্পানিগুলোর কৌশলে প্রতি বছর বিঘা বিঘা ফসলি জমি চলে যাচ্ছে তামাক চাষে। খাদ্য নিরাপত্তাও হুমকির মধ্যে পড়েছে। অর্থনীতিবিদদের হিসাবে, তামাক ব্যবহারের ফলে বছরে অর্থনীতির নিট ক্ষতি হচ্ছে ২৬ হাজার কোটি টাকা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মতে, এক হেক্টর জমিতে তিন দশমিক ৯ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হয়। তামাক চাষ না হলে ৪৯ হাজার হেক্টর জমিতে এক লাখ ৯১ হাজার ১০০ মেট্রিক টন চাল পাওয়া যেত। যার বাজারমূল্য ৫০০ কোটি টাকার বেশি। কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ১২নং বোয়ালিয়া ইউপি চেয়ারম্যান খোয়াজ হোসেন। বয়সে তরুণ এ চেয়ারম্যান তামাক চাষে জড়িত। তিনি আইপিএম ক্লাবের মাধ্যমে তামাক চাষে নিয়মিত পরামর্শ পেয়ে থাকেন। অভিযোগ রয়েছে, তামাক চাষে সংগঠিত কৃষকদের সংগঠন আইপিএম ক্লাব তাকে বিজয়ী করতে সহায়তা করেছে। নির্বাচনের পর তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ ধরনের প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে। স্থানীয় নির্বাচনে তামাক কোম্পানিগুলোর প্রভাব সম্পর্কে ইউপি চেয়ারম্যান খোয়াজ হোসেন সংবাদকে বলেন, এখানে আইপিএম ক্লাব আছে। এসব ক্লাব গঠনের উদ্যোগটি মূলত ব্রিটিশআমেরিকান টোবাকোর (বিএটিবি)। তারা আমাদের বালাই দমন ও তামাক চাষাবাদে বিভিন্ন পরামর্শ দেয়। তবে আমি চেয়ারম্যান হয়েছি সবার ভোটে। শুধু আইপিএম ক্লাবের কৃষকরা সহায়তা করেছে, এটি ঠিক নয়। ইউপি চেয়ারম্যান খোয়াজ হোসেন তামাক চাষের যে খরচ উল্লেখ করেছেন তাতে দেখা যায়, এক বিঘা জমিতে তামাক চাষে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়। বিপরীতে ওই জমিতে উৎপন্ন তামাক বিক্রি থেকে আয় হয় ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা। তবে একই জমিতে আগের বছর আট হাজার টাকা মণ হলুদ বিক্রি করে প্রায় তিন লাখ টাকা আয় করেন ওই চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, বুদ্ধি করে ফসল ফলালে তামাকের চেয়ে অনেক কম খরচে অন্য ফসলে অনেক বেশি লাভ পাওয়া যায়। কিন্তু এ বুদ্ধি পরামর্শ দেয়ার লোক নেই গ্রামের কৃষকদের। দৌলতপুরের বোয়ালিয়া ইউনিয়নের শিক্ষিত তরুণ মোহাবুল ইসলামের অভিযোগ, তামাক কোম্পানিগুলো কৃষকদের বিভিন্নভাবে সংগঠিত করে বিভিন্ন রকম প্রণোদনা দিয়ে তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করছে সেভাবে সরকারি কোন কৃষি কর্মকর্তা তাদের এলাকায় গিয়ে তামাক চাষের বদলে অন্য কোন ভালো ফসল ফলানোর ব্যাপারে কোন পরামর্শ দেয় না। ফলে এলাকার কৃষকদের বিকল্প ফসলে আগ্রহ থাকলেও তামাক কোম্পানির কৌশলে পেরে উঠে না।

তামাক উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বৃহত্তর উত্তরাঞ্চলের রংপুর জেলা। বাংলাদেশে তিন জাতের তামাক পাতার চাষ হয়, জাতি, মতিহার এবং ভার্জিনিয়া। বাণিজ্যিকভাবে তামাক কোম্পানির প্রয়োজনে উৎপাদন হয় ভার্জিনিয়া জাতের তামাক। প্রায় ৪৯,৬০০ একর জমিতে চাষ করে প্রায় ১২,৭৫৫ টন তামাক পাতা উৎপাদন করা হয়। কিন্তু রংপুরে জমির উর্বরতা কমে যাওয়া এবং তামাক পাতা পোড়াবার জন্য জ্বালানি কাঠের অসুবিধা দেখা দিলে কোম্পানি তামাক চাষ অন্য জেলায় নিতে শুরু করে। রংপুরের পরে তামাক চাষ শুরু হয় পদ্মা নদীর চরের উর্বর অঞ্চল কুষ্টিয়া জেলায়। তামাক কোম্পানি এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাওয়ার কারণ এর চাহিদা বাড়া না, বরং যে এলাকায় দীর্ঘদিন তামাক চাষ করা হয় সেখানে জমির উর্বরতা নষ্ট হওয়ার কারণেই তাদের চলে যেতে হয়। কুষ্টিয়ার দৈনিক পত্রিকা 'মাটির পৃথিবী'র সম্পাদক এমএ জিহাদ বলেন, তামাক চাষে প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে। তামাক ক্ষেতে লাগানোর পর থেকে কোম্পানির হাতে তুলে দেয়ার আগ পর্যন্ত এটি তোলা, পোড়ানো, শুকানো এসব করতে বাড়ির ছেলে, বুড়ো ও মহিলাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়। পাশাপাশি এটি পোড়ানো আর শুকানোর সময় যে গন্ধ হয় তাতে বাড়ির আশপাশে যাওয়া যায় না। এতে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থহয়, শরীরের ক্ষতি হয়। অন্যদিকে তামাক ক্ষেতে প্রচুর রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়, এতে জমিরও ক্ষতি হয়। এসব ক্ষতি আর পরিশ্রমের মূল্য যোগ করলে তামাক চাষে প্রকৃত অর্থে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি।

সময়

১৯ অক্টোবর ২০১২

পাট, ধান সহ অন্যান্য কৃষি পণ্যের ন্যায্য দাম না পাওয়ায় বাংলাদেশের উর্ব্বর জমিগুলো ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে তামাক চাষের নীল গ্রাসে। এমন কথাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। সেই হিসেবে দেশের ১২ জেলার হাজার হাজার হেক্টর জমিতে ধান, পাট কিংবা ডালের বদলে চাষ হচ্ছে তামাক। এ অবস্থা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে দেশের চরম খাদ্য সংকটের আশংকা করছেন কৃষি সংশ্লিষ্টরা। **আশিকুর রহমান শ্রাবনের** রিপোর্টে বিস্তারিত।

সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো দেশের মোট ১২টি জেলাকে তামাকচাষের নীল নকশায় ফেলেছে। সরকারি হিসাব মতে যার মোট জমির পরিমাণ প্রায় ৭৪ হাজার হেক্টর। বেসরকারি হিসাবে এটি প্রায় ১ লাখ হেক্টরেরও বেশি। আপাত লাভ বা কোম্পানির তরফ থেকে নিশ্চয়তায় ভর করে চাষীরা ঝুঁকে যাচ্ছেন এই তামাক চাষে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে জমিতে তামাকচাষের ফলে জমি তার উর্ব্বরতা শক্তি হারিয়ে হয়ে পড়ছে একেবারে বন্ধ্যা এমন কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। এই প্রসঙ্গে কৃষি বিশেষজ্ঞ ফরিদা আখতার বলেন, তামাক গাছটির মধ্যে এমন কিছু নাই যেটা জমিকে কিছু দিতে পারে। একেকটা জমিতে কমপক্ষে ২৬ রকম খাদ্য ফসলের বিকল্প হয়ে যায় তামাক। খাদ্য ঘাটতির জন্য এটা সবচেয়ে প্রধান কারণ।"

> "তামাক জাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো দেশের মোট ১২টি জেলাকে তামাকচাষের নীল নকশায় ফেলেছে। সরকারি হিসাব মতে যার মোট জমির পরিমাণ প্রায় ৭৪ হাজার হেক্টর। বেসরকারি হিসাবে এটি প্রায় ১ লাখ হেক্টরেরও বেশি।"

কিন্তু কৃষক কতটুকু জানেন এই সম্পর্কে। যারা তামাকচাষে উদ্বুদ্ধ করেছেন তাঁরা নানা ভাবে জমির এই উর্ব্বরতা হারানোর বিষয়টি গোপন করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তারপরও কিছু সচেতন কৃষক বলছেন সবকিছু জেনে শুনেও অন্য পণ্যের দাম না পাওয়ায় বাধ্য হচ্ছেন তামাকচাষে। জমির প্রসঙ্গে একজন কৃষক বলেন, "এক জমিতে যদি বার বার করে দুইবার তিনবার করে তামাক করে, ও জমির মনে করেন যে পরের বেলায় ভাল ফসল হয় না।" আরেকজন কৃষক বলেন, "এত প্রচুর পরিমানে সার লাগতেছে। যা হয়তো কল্পনাও করা যায় না। এখন বৃষ্টি হলেও ধানগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।" তামাকচাষ করার কারণ প্রসঙ্গে একজন কৃষক বলেন, "জেনে শুনেও আমরা তামাক চাষ করছি। অন্যকোন ফসলের সরকারি ন্যায্য কোন দাম নেই।"

সমস্যা এখানেই শেষ নয়। শুধু জমির উর্ব্বরতা শক্তি নয় জমিতে তামাকচাষ করার ফলে এ এলাকার চালের কলগুলো ভুগছে তীব্র কাঁচামাল সংকটে। ভোগ্য পণ্য প্রসঙ্গে একজন চাতাল মালিক বলেন, "তামাক চাষের ফলে ধানসহ অন্য যে সমস্ত ভোগ্য পণ্যের চাষ আছে সেগুলো অবশ্যই কমে যাচ্ছে।" আরেকজন চাতাল মালিক বলেন, "এই জমিগুলো যদি তামাক চাষের পরিবর্তে যদি ধান চাষ হতো তাহলে খাদ্য চাহিদা মিটাইতে পারবো আমরা মনে করি।" এর প্রভাব নিয়ে একজন চাতাল মালিক বলেন, "এটা যদি চলতেই থাকে আগামীতে এটার ইফেক্ট আরো বেশি আকারে হয়ে যাবে।" যে তামাকচাষ এত সমস্যা ও সংকট তৈরী করছে সেটা নিয়ন্ত্রণ কিংবা বন্ধ করতে সরকারের নীরবতা কেন সে প্রশ্ন তুলছে বিশেষজ্ঞরা।

ntv
৯ অক্টোবর ২০১২

তামাকের বিষাক্ত ধোঁয়ায় মৃত্যু তো বটেই, আশংকাজনকভাবে বাড়ছে নতুন নতুন রোগ বালাই। তাই ধূমপান বিরোধী সচিত্র সর্তকবার্তা প্রচার করতে বাধ্য হচ্ছে অনেক দেশেরই তামাকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বাংলাদেশের সিগারেট বা তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দায়সারা ভাবে ধূমপান বিরোধী সতর্কতা প্রচার করছে যা নিরক্ষর ধূমপায়ীদের কাছে কতটা বোধগম্য তা নিয়ে দেখা দিয়েছে প্রশ্ন। তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে **মইদুল ইসলামের** প্রতিবেদন।

ধূমপানের কারণে প্রতিবছর বিশ্বে ৫০ লাখের মত মানুষ নীরবে মারা যাচ্ছে আর পঙ্গুত্ব বরণ করছে ৩৮ হাজারেরও বেশি। এছাড়া প্রতিনিয়ত নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছে ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং পক্ষাঘাত সহ অসংখ্য প্রাণঘাতী রোগে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের কারণে। এ অবস্থায় ১৭ শতাংশ মানুষ ধূমপানের আসক্ত হওয়ার দেশ অস্ট্রেলিয়ায় সিগারেট মোড়কের উপর কোম্পানির লোগো বা ট্রেড মার্কের পরিবর্তে ক্যান্সারসহ বিভিন্ন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের বিভৎস ছবি ছাপানোর জন্য সম্প্রতি রুল জারি করেছে সেদেশের উচ্চ আদালত। এমনকি যুক্তরাজ্য, মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রাজিল এবং ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশেই সিগারেট মোড়কের উপর ধূমপায়ী রোগীদের বিভৎস ছবি ছাপাচ্ছে তামাকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্টানগুলো। ধূমপায়ীর সংখ্যা এবং এর কারণে উচ্চ মৃত্যু হারের পাশাপাশি বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম দিকে। অথচ সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে মোড়কের উপর ধূমপান বিরোধীর যে প্রচারণার উল্লেখ্য করার কথা তা মানা হচ্ছে না যথাযথভাবে । আর সিগারেট মোড়কের উপর সংবিধিবদ্ধ সর্তকীকরণ এসব বাণী-ই বা কিভাবে বোধগম্য হবে নিরক্ষর মানুষের কাছে। এ প্রসঙ্গে একজন রিক্সা চালকের কাছে জানতে চাওয়া হয় তিনি প্যাকেটের গায়ে সর্তকবার্তা বুঝতে পারেন কিনা। তিনি বলেন,"না বুঝতে পারছিনা"। এখানে কি থাকলে বুঝতে পারতেন,এই প্রশ্নের জবাবে রিক্সা চালক বলেন,"যে কোন একটা ছবি থাকলে বুঝতে পারতাম।"

এইতো গেল সিগারেটের কথা কিন্তু দেশীয় বিষ সাদাপাতা, বিড়ি বা গুলের মতো তামাকজাত পণ্যের গায়ে তো কোন স্বাস্থ্যসর্তকবাণীই নেই। তাহলে এসব তামাকজাত পণ্য কি কম ক্ষতিকর। এ প্রসঙ্গে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ (সিটিএফকে)-র এডভোকেসি এন্ড মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর তাইফুর রহমান বলেন,"সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল যত প্যাকেট আছে, যেগুলো প্যাকেট জাত হিসাবে বিক্রি করা হয়, সেইগুলোতে এই সর্তকবাণী দিতে হবে।" এই প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ আ ফ ম রুহুল হক বলেন, "গুল জাতীয় বা বিড়ি,সিগারেট ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমরা নতুন একটি আইন তৈরি করেছি। এই আইনটি অনুমোদিত হয়ে পার্লামেন্টে আগামীতে যাবে। এবং সেখানে আমরা ব্যবস্থাপনাগুলোকে আরো শক্ত করবার চেষ্টা করছি।" আর ২০০৫ এর তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন তোয়াক্কা না করে যে বিজ্ঞাপন বা প্রচারণা অব্যহত রেখেছে তার প্রেক্ষিতে বর্তমান সংশোধনী আইন কতটা কার্যকারীতা পাবে সে প্রশ্নই দেখা দিয়েছে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর মধ্যে। ধূমপানের কারণে বাংলাদেশে এখন প্রতিবছর ৫৭ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে আর পঙ্গু হচ্ছে প্রায় ৪ লাখের মত। এমনকি গত ৫ বছর আগের চেয়ে এখন ২৫ লাখ বেশি মানুষ ধূমপান করছে। এ অবস্থায় ধূমপান বিরোধী শক্ত অবস্থানে থাকা দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও তামাকের উপর উচ্চ করারোপ, ধূমপান বিরোধী প্রচারণা এবং এই সংক্রান্ত আইনের সঠিক বাস্তবায়নই পারে ধূমপায়ীদের সংখ্যা কমাতে।

BANGLA NEWS 24.com
বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
৯ অক্টোবর ২০১২

তামাক চাষে ঠকছে কৃষক

মাজেদুল নয়ন অধিক লাভের স্বপ্ন দেখিয়ে কৃষককে তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করলেও পরে কম দামে তামাক কিনছে তামাক কোম্পানিগুলো। ঝিনাইদহ জেলার বিভিন্ন এলাকার তামাকচাষীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তামাকের বিক্রয় মূল্য বেশি পাওয়া গেলেও, বিনিয়োগ ও উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। এর ফলে অনেক সময়ই নিঃস্ব হয় কৃষক। জেলার উদয়পুর এলাকার তামাকচাষীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বেশিরভাগ কৃষকই জমি দাদন নিয়ে এ চাষ করছেন। ফলে মৌসুম শেষে আর লাভ থাকে না। প্রথম এক বা দু' মৌসুমে তামাক কোম্পানিগুলো কৃষককে ভাল লাভ দেয়। দেখা যায়, দু বছর পর থেকে গড়িমসি শুরু করে। তামাকের মানের প্রশ্ন তুলে কমিয়ে দেয় দাম। উদয়পুরের আব্দুল কাদের প্রায় আট বছর ধরেই তামাক চাষ করছে। তামাকের চাষ করে কৃষক অনেক বেশি লাভ করছে, তামাক কোম্পানির এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, 'অন্য ফসলির চেয়ে লাভ হয় না। আর চাষবাস হচ্ছি আমাগের অভ্যাসের উপরে। তামুক চাষ করতি করতি এখন অন্য ফসলের দিকে আর যাতি পারছি না।' কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তামাক চাষের জন্যে ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) ও ঢাকা টোব্যাকো এ অঞ্চলে চাষীদের ঋণ দেয়। তবে নগদ আর নয়, সার এবং বীজ দেওয়া হয় তাদের। পরে তামাক কেনার সময় কোম্পানি সে ঋণ কেটে নেয়। কৃষকদের অভিযোগ, বিনামূল্যে বীজ দেওয়ার কথা বললেও আসলে তামাক কেনার সময় বীজের দাম উসুল করে নেয় তামাক কোম্পানি। আবার যে টিএসপি সার তাদের থেকে কিনতে হয় ২ হাজার ৭০০ টাকায়, সেই সার বাজারে কিনতে পাওয়া যায় ১ হাজার ৬০০ টাকায়। কিন্তু মৌসুমের শুরুতে কৃষকের হাতে টাকা না থাকায় কোম্পানি থেকে ঋণ হিসেবেই নেওয়া হয় বেশি। সদরের উদয়পুর গ্রামের বেশ কয়েকজন তামাকচাষীর সঙ্গে কথা বলে ৪৬ শতাংশের ১ বিঘা জমিতে তামাক উৎপাদনে যে ব্যয় হয় তার একটি তালিকা দেওয়া হলো:

প্রতি মৌসুমের খরচ:

ইউরিয়া সার- ১ হাজার ১০০ টাকা টিএসপি সার (কোম্পানি ঋণ হিসেবে দেয়) ২ হাজার ৮০০ টাকা। ডিএপি সাদা সার- ২ হাজার ৬০০ টাকা।
ট্রাক্টর দিয়ে জমিতে তিনটি হাল দিতে হয়। প্রতিবারের জন্যে খরচ হয় ৩০০ টাকা। ৩০০ গুণ ৩ হাল = ৯০০ টাকা।
মাটি গোছানো, ১ দিনে ৪ জন লোক। প্রতিজন ১০০ টাকা করে। ১০০ টাকা গুণ ৪ জন = ৪০০ টাকা। ৪ জন লোক দিয়ে করালে, প্রতিজনকে দিতে হয় ২০০ টাকা করে। ২০০ টাকা গুণ ৪ জন = ৮০০ টাকা।
সেচের জন্যে প্রতিবার ৫ ঘণ্টা করে ৪ বার পানি দিতে হয়। প্রতি ঘণ্টা ১০০ টাকা করে মোট ২০ ঘণ্টা দিতে হয়। ১০০ টাকা গুণ ২০ ঘণ্টা = ২ হাজার টাকা।
গোড়া বাধা বা কোপানো = ৩০০ টাকা হারে মজুরি দিয়ে ৪ জন লোকের প্রয়োজন হয়। ৩০০ টাকা গুন ৪ জন = ১ হাজার ২০০ টাকা।
১ বিঘার তামাক জ্বাল দেওয়ার জন্যে মোট ৪টি জ্বালের প্রয়োজন হয়। প্রতি জ্বালে ৫ জন করে লোক প্রয়োজন হয়। যাদের মজুরি দিতে হয় ৩০০ টাকা করে। মোট ৪টি জ্বালে ৫ জন করে মোট ২০ জনের মজুরি দিতে হয়। ৩০০ টাকা গুণ ২০ জন = ৬ হাজার টাকা।
তামাক জ্বালের জন্যে খড়ি প্রয়োজন হয় ১০০ মণ। প্রতি মণ ১৩০ টাকা করে। ১৩০ টাকা গুণ ১০০ মণ খড়ি= ১৩ হাজার টাকা।
ভ্যান ভাড়া, চট এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক- ২ হাজার টাকা।
মোট খরচ: ৩২ হাজার ৮০০ টাকা।
ভূমিহীন কৃষকের জন্যে ১ মৌসুমে ১ বিঘা জমি বর্গা নিতে প্রয়োজন ১০ হাজার টাকা। ভূমিহীন কৃষকের মোট খরচ - ৪২ হাজার ৮০০ টাকা।
সুতরাং ১ বিঘা জমিতে তামাক চাষ করতে হলে একজন ভূমিহীন কৃষকের ৩২ হাজার ৮০০ টাকা প্রয়োজন। তবে ভূমিহীন কৃষকের জন্যে প্রয়োজন হবে ৪২ হাজার ৮০০ টাকা।

এককালীন খরচ:

তামাক জ্বাল দেওয়ার পাকা ঘর তৈরি- ২০ হাজার টাকা
জ্বাল দেওয়ার জন্য লোহা বা টিনের ড্রাম দিয়ে পাইপ তৈরি ৪ হাজার টাকা। মোট ২৪ হাজার টাকা।

নতুন জমির মালিক কৃষকের জন্যে ১ বিঘা জমিতে তামাক উৎপাদনে খরচ:
এককালীন খরচ- ২৪ হাজার টাকা নিয়মিত খরচ- ৩২ হাজার ৮০০

প্রগতির জন্য জ্ঞান
PROGGA Knowledge for Progress

> ❝ ভাল তামাক উৎপাদন করতে পারলে উপহার হিসেবে কৃষকদের গেঞ্জি বা ছাতা দেয় তামাক কোম্পানি। আর অল্পতেই খুশি হয় কৃষক। ❞

টাকা মোট খরচ- ৫৬ হাজার ৮০০ টাকা। ভূমিহীন কৃষকের জন্যে ১ বিঘা জমি বর্গা ও জ্বাল দেওয়ার ঘর ভাড়া করে তামাক উৎপাদনের খরচ: নিয়মিত খরচ ৪২ হাজার ৮০০ টাকা গোডাউন ও জ্বালের ঘর ভাড়া ৮ হাজার টাকা। মোট খরচ ৫০ হাজার ৮০০ টাকা।

যেসবের মূল্য নির্ধারিত হয়নি: কৃষকের নিজের শ্রম, কৃষকের পরিবারের শ্রম, স্বাস্থ্য ক্ষতি।

কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তামাকের মূল্য কোম্পানি নির্ধারণ করে। মোট ১৪টি গ্রেডে তামাকের মূল্য নির্ধারণ হয়। তবে ৩টি গ্রেড বেশি প্রচলিত। ১ নম্বার তামাকের জন্যে কেজি ১২৭ টাকা, দ্বিতীয় গ্রেডের জন্যে কেজি ৮০ টাকা এবং তৃতীয় গ্রেডের তামাকের জন্যে কেজি ৬০ টাকা মূল্য দেওয়া হয়। ১ বিঘা জমি থেকে উৎপাদিত তামাক বিক্রি হয়, ৪৫ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত এক মৌসুমে কৃষকের সর্বনিম্ন ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি থেকে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা লাভ হতে পারে বলে জানান কৃষকেরা। এক মৌসুমে অন্য ফসল উৎপাদন করলে এর চেয়ে বেশি লাভ হতো, কিন্তু অভ্যাসের কারণে আর তা হয়ে ওঠে না। আসলে মৌসুমের শুরুতে কোম্পানির লোকদের প্রলোভন শুনে প্রতিবারই কৃষকরা ভাবে এবার অনেক লাভ হবে। কৃষক রমজান বর্তমানে বিএটিবি'র তামাক চাষ করছেন। তিনি বলেন, কোম্পানিই তামাকের মূল্য নির্ধারণ করে। আমাদের কাছে মনে হলো ভালো তামাক, কিন্তু তারা যদি বলে মান ভাল না তাহলে কিছু করার নেই। তিনি বলেন, 'কপাল তাগির হাতে, দেখা গেল ১ নম্বরটা ২ নম্বর বানিয়ে দিল।' প্রথমবারেই তামাক চাষ করে ৬০ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে কৃষক কালামের। তিনি জানান, কোম্পানি বলেছে তার উৎপাদিত তামাকের মান ভাল না। তাই কোন তামুকই ১০০ টাকার বেশি বিক্রি করতে পারেননি। এছাড়াও জমি বর্গা নিয়েই চাষ করেছেন তিনি। এছাড়াও অতিবৃষ্টিতে সম্পূর্ণ তামাকই নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখন কৃষক নিঃস্ব হয়ে যায়। ভাল তামাক উৎপাদন করতে পারলে উপহার হিসেবে কৃষকদের গেঞ্জি বা ছাতা দেয় তামাক কোম্পানি। আর অল্পতেই খুশি হয় কৃষক। এছাড়াও তামাক কোম্পানিগুলো মৌসুম শেষে ধৈঞ্চা চারা বিতরণ করেন। যা কৃষক জমির দু'পাশে লাগাতে পারে এবং পরের মৌসুমে সেগুলো পুড়িয়ে জমিতে দিলে তামাকের উৎপাদন ভাল হয়।

তামাক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কৃষকদের এভাবে নিঃস্ব হওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বাংলানিউজকে বলেন, আমাদের কৃষকেরা এখনো অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত। একটি মৌসুমে তামাক উৎপাদনে যদি ১ বিঘা জমিতে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা লাভ হয় এবং নি:স্ব হওয়ার ঝুঁকি থাকে, সেটি মোটেও লাভজনক ও নিরাপদ উৎপাদন নয়। তামাক কোম্পানি সরকারকে যে পরিমাণ রাজস্ব দেয়, তার চেয়ে বেশি অর্থ ক্ষতি হয় জনগণের স্বাস্থ্য সেবায়। এবং ওদিককার লাভ, স্বাস্থ্য ক্ষতি বিবেচনা করলে কিছুই নয়। এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলার সিভিল সার্জন ডা. নাসরীন সুলতানা বাংলানিউজকে বলেন, তামাক উৎপাদন করা হয় বেশিরভাগ সময়েই দাদন পদ্ধতিতে। এ ক্ষেত্রে কৃষকের ক্ষতিই হয় বেশি। কিন্তু তারা পুরনো অভ্যাস এবং তামাক কোম্পানিগুলোর প্রলোভনের স্বীকার হয়ে যুগ যুগ ধরেই এ চাষ করে যাচ্ছে। তামাক চাষীরা, ব্রঙ্কাইটিস, ক্যান্সার, হাঁপানিসহ নানা রোগে ভোগার সম্ভাবনা থাকে বলে জানান তিনি। ঝিনাইদহ জেলার এডিশনাল ডেপুটি কমিশনার এসকে. রফিকুল ইসলাম বাংলানিউজকে বলেন, তামাক চাষে কৃষকের লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়। তামাক কোম্পানিগুলো যে রাজস্ব দেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয় ধূমপানের কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসা খাতে। ঝিনাইদহ জেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা বিধান চন্দ্র বাংলানউজকে জানান, জেলার ৫টি উপজেলায় ১ হাজার ২১৫ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হচ্ছে। এবং সাড়ে ৮ হাজার কৃষক তামাক উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। তিনি বলেন, আমরা অনেকবার কৃষকদের অন্য ফসল উৎপাদনের কথা বলে এসেছি। কিন্তু কোম্পানিগুলো তাদের প্রলোভন দেখিয়ে আবারো তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করে।

INDEPENDENT

১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২

সংশোধনের উদ্যোগ নেয়ার প্রায় তিন বছর পর জাতীয় সংসদে আগামী অধিবেশনে উঠতে যাচ্ছে খসড়া তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিল। এতে তামাক পণ্যের সব রকম বিজ্ঞাপন বন্ধ ও প্যাকেটের গায়ে ছবি যুক্ত সর্তকবার্তার বিধান রাখা হয়েছে। আইনটি পাস হলে দেশে তামাক পণ্যের প্রচার ও বিক্রি আরো বেশি নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। **সুজন মেহেদীর** বিশেষ রিপোর্টে।

বিশ্বব্যাপী তামাক পণ্য নিয়ন্ত্রণে জাতিসংঘের অধিনে যে চুক্তি হয়েছে তার নাম এফ সি টি সি। বাংলাদেশ চুক্তি স্বাক্ষরকারী অন্যতম দেশ। চুক্তির আলোকে ২০০৫ সালে বাংলাদেশ তামাক নিয়ন্ত্রণে একটি আইন করলেও তা দুর্বল হিসাবে দেশে বিদেশে সমালোচিত হয়। এ কারণে ২০০৯ সালে এফ সি টি সি- র আলোকে আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। গত ২৭ আগস্ট আইনটি চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদন করে মন্ত্রীসভা । তিন বছরের বেশি সময় ধরে আইনটি ঝুঁলে থাকলেও সংসদের আগামী অধিবেশনেই এটি পাশ হবে বলে আশা করছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ আ ফ ম রুহুল হক বলেন," নেক্সট পার্লামেন্ট মাস দুই এক এর মধ্যে পার্লামেন্ট বসবে, সুতরাং এই পার্লামেন্টে আমরা আশা করি এই আইনটাকে নিয়ে যেতে পারব। এটা আমাদের সর্বাত্বক চেষ্টা থাকবে।"

সংশোধিত আইনে জর্দা, গুল ও তামাক পাতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। দেয়া হয়েছে পাবলিক প্লেসের সংজ্ঞা। প্যাকেটের গায়ে ছবি সহ সতর্কবার্তা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৮ বছরের নিচে কেউ তামাক পণ্য কেনা বেচা করতে পারবে না।

সংশোধিত আইনে জর্দা, গুল ও তামাক পাতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। দেয়া হয়েছে পাবলিক প্লেসের সংজ্ঞা। প্যাকেটের গায়ে ছবি সহ সতর্কবার্তা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৮ বছরের নিচে কেউ তামাক পণ্য কেনা বেচা করতে পারবে না। ধূমপানের জরিমানা ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা এবং আইন অমান্য করার শাস্তি ৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ টাকা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ (সিটিএফকে)-র এডভোকেসি এন্ড মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর তাইফুর রহমান বলেন,"আইনটি যদি এভাবে সংশোধিত হয় তাহলে তামাক কোম্পানির পক্ষ থেকে আসলে কোন রকম প্রচারণাই করা সম্ভব হবে না। তারা যে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিগুলো করছে সেটা করতে পারবে কিন্তু সেটার প্রচারণা করতে পারবে না। এমন কি তামাক বিক্রির যে দোকানগুলো, দোকানগুলোতেও বিজ্ঞাপন করতে পারবে না।"

তামাকচাষের ভর্তুকি বন্ধ না করা ও স্মোকিং জোনের ব্যবস্থা তুলে না দেয়াকে এই আইনের দুর্বলতা বলে মনে করছেন তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞরা । তবে সংশোধিত আইনটিকে এফ সি টি সি-র আলোকে কার্যকর বলে দাবি করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী । এই প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ আ ফ ম রুহুল হক বলেন, "আমরা মনে করি টোব্যাকো কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে আইনটি বেশি কার্যকরী হবে কারণ আগে পিকচার ছিলনা, আমরা পিকচার মোড়কের উপরে দিচ্ছি, সর্তকবাণী ভাল করে আসছে। এবং যারা নিয়ম ভঙ্গ করে তাদের ফাইন অনেক কম ছিল। কয়েক'শ টাকা বা কয়েক হাজার টাকা ছিল, এখন সেটা বেড়ে গেছে।" স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান নতুন আইন আগের চেয়ে কঠোর হলেও এতে জনসাধারনকে অহেতুক হয়রানি বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

UNB
14 September 2012

Women smoke less but suffer more from malnutrition

Rafiqul Islam Although women smoke less, they suffer more from malnutrition due to tobacco consumption by other family members, according to a recent study. It finds in general a negative association between women's nutrition and the extent of tobacco consumption in the household. Consumption of tobacco may affect women's nutrition via several routes. Income spent on tobacco reduces income available for food. Families that smoke may be less knowledgeable of the dangers of tobacco use and the requirements for a healthy diet, the study says. Afifa Shahrin and John Richards of the Centre for Policy Research conducted the study, titled 'Improving Nutritional Status for Women in Low-Income Households'.

The study carried out in February this year on nearly 600 women surveyed in two sites -- one rural and one urban. The rural site was a group of villages near Jamalpur while the urban site was a slum in Uttara in the capital. Among low-income groups in Bangladesh, addiction to tobacco is very common. More than 65 percent of the rural households and 70 percent of the urban households sampled have at least one member who smokes. On the other hand, about 65 percent of poor households have at least one member who chews betel nut, the majority being women. Betel quid (betel leaf, areca nut, lime and sometimes tobacco) is another common addictive purchase in Bangladesh and the South Asia. The study reveals that the average monthly expenditure on tobacco in the rural households with at least one smoker is Tk 114 and in the urban area Tk 139. In both samples, about 15 percent of households spend over Tk 200 per month on tobacco, which force them taking less nutritious food. About two-thirds of households have at least one member who chews betel nut. Prevalence of chewing betel nut is somewhat greater in the rural areas. The average monthly expenditure varies between Tk 150 and Tk 200.

The study identified tobacco consumption as the cause of eight major diseases, such as ischemic heart disease, lung cancer, stroke, oral cancer, cancer of the larynx, chronic obstructive pulmonary disease and pulmonary tuberculosis. These diseases are responsible for 16 percent of all deaths in Bangladesh and tobacco consumption is the sole cause of 9 percent of such deaths. The annual cost of tobacco-related illness in Bangladesh is estimated at US$ 40 million, according to the World Health Organisation (WHO). The average standardised rate of mortality due to lung cancer in Bangladesh (18.2 per 100,000 people) is the highest among the South Asian countries.

Malnutrition among the women is a serious problem – in Bangladesh as in many developing countries. Protein-energy malnutrition, iron deficiency anaemia, iodine deficiency disorders and vitamin A deficiency are common. Malnutrition is a major cause of the high maternal mortality rate in Bangladesh, a rate second only to Nepal among the South Asian countries, said UNICEF in 2011. The World Food Programme estimated the prevalence of anaemia among pregnant women in Bangladesh in 2004 at 47 percent. Malnutrition passes from one generation to the next as malnourished mothers give birth to malnourished children. Nutritional problems among children contribute to the high – by world standards – under age-five mortality rates in Bangladesh and other the South Asian countries.

BANGLA NEWS 24.com বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

নিবিড় দেখা

তামাক কোম্পানি সবসময় সচেষ্ট থাকে তাদের পজিটিভ ইমেজ বজায় রাখতে। যত বেশি ব্যবসা, ততবেশি মৃত্যু এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে তারা সবসময়ই আড়াল করতে চায়। এই মৃত্যুব্যবসা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য তারা নীতি নির্ধারকদেরও নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে। তামাক কোম্পানির এই আসল চেহারাই সকলের সামনে তুলে ধরেছেন মাজেদুল নয়ন। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত চারটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে এসেছে বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) কিভাবে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির অন্তরালে শুধু নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

> ১২ এপ্রিল জেলা প্রশাসক খাজা হান্নানকে দিয়ে এখানে বিশুদ্ধ পানির প্ল্যান্ট উদ্বোধন করানো হয়। বিএটিবি জানায়, আর্সেনিক ঝুঁকিতে থাকা এলাকাগুলোতে এ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু ঝিনাইদহ পৌরসভায় আর্সেনিকের কোনো ঝুঁকি নেই বলে বাংলানিউজকে জানিয়েছেন জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী ওমর আলী।

৭ অক্টোবর ২০১২

বিএটিবির ধোঁকা

৫ লাখ টাকার সিএসআর, ১ কোটি টাকার বিজ্ঞাপন

কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটির (সিএসআর) নামে ৫ লাখ টাকায় বিশুদ্ধ পানির প্ল্যান্ট স্থাপন করে নিজেদের সাফাই গেয়ে ১ কোটি টাকার বিজ্ঞাপন প্রচার করেছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)। এমনকি বিভিন্ন জেলায় প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে বলে বিজ্ঞাপন ও প্রচার চালানো হলেও সে ধরনের কোনো প্ল্যান্টের অস্তিত্ব নেই। বিএটিবি জানায়, 'প্রবাহ' নামের এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে মোট ৩৮টি বিশুদ্ধ পানির প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। সাতক্ষীরা জেলাতেও প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে বলা হলেও বাস্তবে সেখানে কোনো প্ল্যান্টের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। আবার আর্সেনিক উপদ্রুত এলাকায় প্ল্যান্ট স্থাপনের কথা বললেও সে এলাকা আর্সেনিকমুক্ত বলেও জানা গেছে।

সরেজমিন ঝিনাইদহ জেলায় স্থাপন করা বিএটিবির পানির প্ল্যান্ট পরিদর্শন করে দেখা যায়, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছে এ প্ল্যান্ট। সেখানে ৬টি পানির কল রয়েছে। কিন্তু সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, ঝিনাইদহে বিপুল পরিমাণ তামাক উৎপাদন করা হয়। তামাক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্তাব্যক্তিরা যাতে বাধা হয়ে না দাড়ান সে কারণেই জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে এ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে প্রায় ১ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করেও এ প্রতিবেদক কোনো সাধারণ মানুষকে পানি নিতে আসতে দেখেননি। প্ল্যান্টে পানি পানের জন্যে কোনো গ্লাস নেই। তাছাড়া প্ল্যান্টটিকে লোহার খাঁচায় এমনভাবে রাখা হয়েছে যে সেখানে পানি পাওয়া যায় এটা বোঝাই মুশকিল। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ২০১১ সাল থেকেই স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে এ প্ল্যান্ট বসানোর জন্যে কথাবার্তা চালাতে থাকে বিএটিবি। ২০১২ সালের জানুয়ারিতে একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক ও ইংরেজি দৈনিকের প্রথম পাতার অর্ধেকজুড়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এরপর ১২ এপ্রিল জেলা প্রশাসক খাজা হান্নানকে দিয়ে এখানে বিশুদ্ধ পানির প্ল্যান্ট উদ্বোধন করানো হয়। বিএটিবি জানায়, আর্সেনিক ঝুঁকিতে থাকা এলাকাগুলোতে এ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু ঝিনাইদহ পৌরসভায় আর্সেনিকের কোনো ঝুঁকি নেই বলে বাংলানিউজকে জানিয়েছেন জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী ওমর আলী। এদিকে জেলা কৃষি অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বিধান চন্দ্র বাংলানিউজকে জানান, ২০১১-১২ অর্থবছরে জেলার ১২১৫ হেক্টর জমিতে তামাকের চাষ হয়েছে। চাষের সঙ্গে জড়িত প্রায় সাড়েআট হাজার কৃষক। অথচ ঝিনাইদহে তামাক চাষীদের নিয়ে ব্যবসা করলেও প্ল্যান্টের পানি পান না এ কৃষকেরা। প্রশাসনিক জায়গাগুলোর আশপাশে স্থাপন করা হয়েছে পাম্প। জেলার যে তিনটি স্থানে প্ল্যান্ট আছে সেখানে তামাক চাষ হয় না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ছাড়াও 'প্রবাহ' পানির

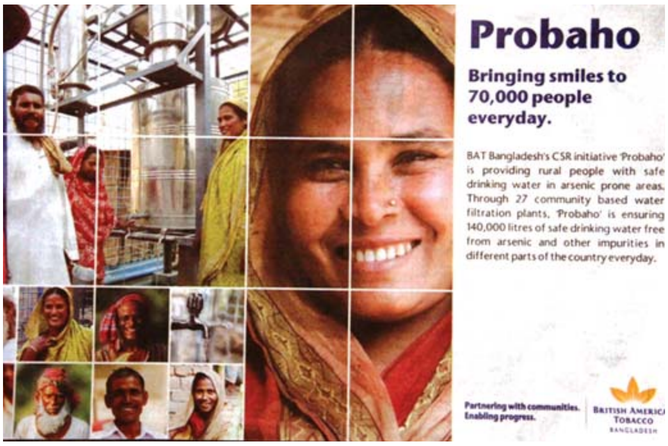

প্ল্যান্ট রয়েছে নগরবাথান উপ জেলায় এবং শৈলকুপার দেড়বাড়ি এলাকায়। কৃষি অধিদপ্তর কর্মকর্তা জানান, এসব এলাকার আশপাশে কোনো তামাক চাষ হয় না। কৃষকদের জন্যে নয় বরং জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে এ ধরনের প্ল্যান্ট স্থাপনের ব্যাপারে রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের কাছে জানতে চাইলে তিনি বাংলানিউজকে বলেন, "তামাক কোম্পানি যেহেতু জনস্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর তাই তাদের অবশ্যই আরো ভালো কিছু করতে হবে। তবে তাদের সিএসআরে এ বাধা নেই। কিন্তু যদি সাধারণ মানুষের উপকারের কথা না ভেবে নিজেদের ব্যবসার কথা ভেবে কোনো কিছু করে তবে সেটি সিএসআর নয়।" তিনি বলেন, "প্রশাসনকেও খেয়াল রাখতে হবে সিএসআর করার পেছনে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা রয়েছে কি না।" যেহেতু ঝিনাইদেহে তামাক উৎপাদন হয় এবং এর সঙ্গে বিপুল সংখ্যক কৃষক জড়িত তাই কৃষকদের উপকারে আসে সিএসআরের মাধ্যমে এমন প্রকল্প নিতে হবে বলে পরামর্শ দেন তিনি। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে বিএটিবির বিশুদ্ধ পানির প্ল্যান্ট স্থাপনের ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলার এডিশনাল ডেপুটি কমিশনার এসকে রফিকুল ইসলাম বাংলানিউজের কাছে স্বীকার করেন, এখান থেকে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ করা হয়। তবে পৌরসভায় আর্সেনিক নেই। তাহলে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে এটি কেনো স্থাপন করা হল্যে জান তে চাইলে তিনি বলেন, "এটি তাদের (বিএটিবি) সিএসআর কর্মসূচির অংশ।" তবে তামাক চাষের ব্যাপারে তিনি বলেন, "তামাক চাষে কৃষকের লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়। তামাক কোম্পানিগুলো যে রাজস্ব দেয় তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয় ধূমপানের কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসা বাবদ।"

এদিকে গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন স্থান ঘুরে কোথাও বিএটিবির বিশুদ্ধ পানির প্ল্যান্টের খোঁজ পাওয় যায়নি। সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন জানান, এখানে আহছানিয়া মিশন, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও সরকারি পর্যায়ে কয়েকটি বিশুদ্ধ পানির প্ল্যান্ট রয়েছে। কিন্তু বিএটিবির কোনো প্ল্যান্ট নেই। অথচ বিএটিবি প্রচার করছে তারা এসব স্থানে প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। এ ব্যাপারে বিএটিবির প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা (জনসংযোগ) আনোয়ারুল আমিন রোববার দুপুরে বাংলানিউজকে বলেন, "আর্সেনিকপ্রবণ এলাকাগুলোতে সিএসআর কর্মসূচি হিসেবে বিশুদ্ধ পানির প্রকল্প চালু রয়েছে।" ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে প্ল্যান্ট স্থাপন ও এখানকার পানিতে আর্সেনিকের ঝুঁকি নেই বলে জানালে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। তিনি জানান, সারা দেশে তাদের ৩৮টি পানির প্ল্যান্ট রয়েছে। সাতক্ষীরার কোন জায়গাটিতে পানির প্ল্যান্ট রয়েছে জান তে চাইলে তিনি উল্টো জিজ্ঞেস করেন, "নির্দিষ্ট করে আপনি সাতক্ষীরার কথা জানতে চাইছেন কেনো? আমি সঠিকভাবে বলতে পারবো না।" পরে মেইলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানালেও আর কোনো যোগাযোগ করেননি আনোয়ারুল।

তবে প্ল্যান্ট যেখানেই স্থাপন করা হোক বা কারো উপকারে লাগুক না লাগুক, দেশের একটি বাংলা ও ইংরেজি দৈনিকে ৫৭ লাখ টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন প্রচার করেছে বিএটিবি। দেশের ওই দু'টি দৈনিকে গত জানুয়ারিতে তিন দিন করে বিজ্ঞাপন দিয়েছে তারা। জানা যায়, বাংলা পত্রিকাটিতে প্রথম পাতায় ৬৪ ইঞ্চি বিজ্ঞাপনের খরচ পড়েছে প্রতিদিন ১১ লাখ ৮৪ হাজার টাকা। ইংরেজি দৈনিকটিতে প্রথম পাতায় ৬৪ ইঞ্চি বিজ্ঞাপনের জন্যে প্রতিদিন দিতে হয়েছে ৭ লাখ ৪ হাজার টাকা। দু'টি পত্রিকাতেই মোট ৫৬ লাখ ৬৪ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন দিয়েছে বিএটিবি। তবে অন্যান্য পত্রিকার বিজ্ঞাপন মিলে এ অর্থের পরিমান কোটি টাকা বলে জানা যায়। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তামাক নিয়ন্ত্রণের কাজ করা বেসরকারি সংস্থা মানস এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. অরুপ রতন চৌধুরী বাংলানিউজকে বলেন, "সিএসআরের নামে মাদক কোম্পানিগুলো প্রশাসনকে এক ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের কাজ উদ্ধার করে। কোম্পানি যখন দেখছে, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন হতে যাচ্ছে, তখনই প্রশাসনকে প্রলুব্ধ করার জন্যে এ ধরনের কর্মসূচি নিচ্ছে তারা।" তামাক নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের টাস্কফোর্সের এ বিষয়টিতে নজরদারি করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

নিবিড় দেখা

১৬ মার্চ ২০১৩

বিএটি'র লবিং:
শস্য ঋণে তামাক চাষ

ব্যাংক থেকে কৃষি শস্যের জন্যে ঋণ নিয়ে চাষ করা হচ্ছে তামাক। কৃষকের হাতে এ ঋণ পৌঁছে দিতে ব্যাংক কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করছে প্রভাবশালী তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোব্যাকো (বিএটি)বাংলাদেশ। জমির একর হিসেবে জালিয়াতি করে কোম্পানিটি ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত ঋণ পাইয়ে দেয় কৃষককে। সম্প্রতি অনুসন্ধানে বান্দরবন জেলার লামা ও আলীকদম উপজেলায় তামাক কোম্পানিটির বিভিন্ন কূট কৌশলের এসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে। লামা উপজেলার তামাক চাষী রুহুল ইসলাম বাংলানিউজকে জানান, তিনি এ মৌসুমেও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন। শস্যের কথা বলে ঋণ নিলেও তিনি নিজেও তামাক চাষ করছেন। ২ একর জমিতে শস্য উৎপাদনের জন্যে মৌসুমে ১০ হাজার টাকা শস্য ঋণ তোলা যায়। তবে একই পরিমাণ জমি ৫ একর দেখিয়ে ২৫ হাজার টাকার ঋণ তুলেছেন এই কৃষক। জমির একর হিসেবের এই কারসাজির বেড়াজালে কৃষকদের বন্দি করেছে তামাক কোম্পানিগুলো। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, স্থানীয়ভাবে একশ শতকে এক একর হলেও, তামাক কোম্পানি তামাক চাষের জমিকে হিসেব করে চল্লিশ শতকে এক একর। আর ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়া হয় একর হিসেবে। ফলে জমির হিসেবের তুলনায় ব্যাংক থেকে কৃষক ঋণ তুলতে পারেন অনেক বেশি। লামা উপজেলার তামাক চাষীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সোনালী ব্যাংকের লামা শাখার মাধ্যমে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কৃষকদের ঋণ দেয়। অন্যান্য তামাক কোম্পানি সরাসরি কৃষকের হাতেই অর্থ দেয়।

নিবিড় দেখা

ব্যাংকের এক কর্মকর্তা জানান, বিএটিবি'র ঋণ নেওয়ার জন্য তামাক চাষীরা এ ব্যাংকে একাউন্ট খোলেন। ওই একাউন্ট নাম্বারের মাধ্যমেই বিএটিবি'র এই চাষীরা শস্য ঋণ নেন। তামাক চাষীদের ঋণ দিতে এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের উর্ধ্বতনদের ম্যানেজ করে বিএটিবি। বিএটিবি এক একরে তামাক চাষের জন্যে কৃষককে ঋণ দেয় ২৫ হাজার টাকা। এছাড়াও ড্যাপ এবং টিএসপি বা লাল সার দেয়। ইউরিয়া কিনতে হয় কৃষককেই। লামা উপজেলার শস্যচাষী বাতেন, মিন্টু, কাদের আলী অভিযোগ করেন, কৃষি অফিস থেকে অবৈধ উপায়ে ইউরিয়া নেন তামাক চাষীরা। তালিকাভুক্ত চাষীরা যেন সরকারি ইউরিয়া পায় সে ব্যাপারেও কৃষি অফিসের সঙ্গে বোঝাপড়া করে বিএটিবি। কৃষি অফিস থেকে পরে আমরা যারা শস্য চাষী তারাই ইউরিয়া পাই না। তারা বলেন, কৃষি অফিসের উচিৎ স্লিপ দেখে সার বিতরণ করা। কিন্তু ডিলার প্রতি বস্তায় একশত/দুইশত টাকা বাড়িয়ে দিলে সার দিয়ে দেয় অফিসের কর্মকর্তারা। তবে তামাক চাষীরা বের হতে পারে না ঋণের জাল থেকে। ব্যাংকের এক কর্মকর্তা জানান, তামাক বিক্রির মৌসুমে কৃষকরা নিজ পণ্য বিক্রির পর অসহায় হয়ে পড়ে। বিএটিবির ওপর নির্ভর করে ভাগ্য। চাষীকে সরাসরি অর্থ দেয় না বিএটিবি। পূর্বে দেওয়া ঋণের টাকা এবং ফসল রেখে বাকি অর্থ কৃষকের একাউন্টে জমা দেয়। অর্থ জমার পরিমাণ যাই থাকুক, একাউন্ট থেকে সুদসহ ঋণের টাকা কেটে রাখে ব্যাংক। এতো ঋণের জালে পড়ে অনেক সময় কৃষক সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে বলেও জানান তিনি। এ ব্যাপারে লামা উপজেলা'র কৃষি কর্মকর্তা এমদাদুল হক বাংলানিউজকে বলেন, কৃষকদের শুধুমাত্র কৃষি শস্যের জন্যেই ঋণ দেওয়া হয়। তবে কোম্পানিগুলো নিজেরা ঋণ দিয়ে থাকে চাষীদের। সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়ার বিষয়টি মোটেও কাম্য নয়। তবে ব্যাংককে যাচাই করে দেখা উচিৎ যে কৃষককে কৃষি ঋণ দেওয়া হচ্ছে, সেই ঋণের টাকা কোথায় ব্যবহার করছে কৃষক। তবে কৃষি অফিস থেকে অবৈধ পন্থায় ইউরিয়া সার বিক্রির অভিযোগ অস্বীকার করেন এমদাদুল হক।

২০১০ সালের এপ্রিলে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তামাক চাষরে জন্যে কৃষক সরাসরি অথবা চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থার আওতায় ঋণ না দিতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। ঋণ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক ঋণসুবিধার আওতায় বর্তমানে তামাক চাষে নিয়োজিত চাষীরা যাতে সংশ্লিষ্ট জমিতে বিকল্প শস্য উৎপাদন করতে পারে সে জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় কৃষি খাতে ঋণের প্রবাহ বাড়ানোর জন্য পদক্ষপ নেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়। জানতে চাইলে বাংলাদেশে ব্যাংকরে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বাংলানিউজকে বলেন, তামাক চাষ জমির জন্য ক্ষতিকর। এটি জমির উর্বরতা কমায় এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। তাই এ খাতে নতুন ঋণ না দেওয়ার জন্য আমরা ব্যাংকগুলোকে অনুরোধ জানিয়েছি। আমরা চাই, মানুষ কম পরিমাণে তামাক সেবন করুক। শস্য চাষের ঋণ নিয়ে কৃষকরা তামাক চাষ করার এ অভিযোগ স্বীকার করেছেন সোনালী ব্যাংকের লামা

উপজেলা শাখার ম্যানেজার মৃদুল কান্তি দাস। তিনি বাংলানিউজকে বলেন, অনেকেই এ রকমটা করছে। পূর্বে ব্যাংক থেকে সরাসরি তামাক চাষে ঋণ দেওয়া হতো, তবে ২০১০ সাল থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কৃষকরা এখন শস্যের জমি দেখিয়ে এ ঋণ নিচ্ছে। ঋণ দেওয়ার আগে যাচাই বাছাই করা হয় কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা তো আর ঘুরে ঘুরে সবখানে দেখতে পারি না। তবে বিএটিবি'র সঙ্গে যোগসাজসের অভিযোগ অস্বীকার করেন তিনি। তামাক চাষ পুরোপুরি বন্ধ না করলে এ সমস্যার সমাধানও হবে না বলে মত দেন এ ব্যাংক কর্মকর্তা।

তামাক চাষীদের শস্য লোন নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করার অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চাইলে বিএটিবি'র প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা(জনসংযোগ) আনোয়ারুল আমিন বাংলানিউজকে বলেন, আমাদের সংস্থার একটি নিয়ম রয়েছে। কিছু জানতে হলে লিখিত দিতে হবে। আপনি কোন বিষয়ে জানতে চান? কিসের ওপর রিপোর্ট করবেন? বিস্তারিত জানিয়ে ই মেইল করলে কোম্পানি বিবেচনা করবে তথ্য দেওয়া যাবে কি না। তবে বিস্তারিত জানতে চেয়ে মেইল পাঠানো হলেও তার জবাব দেননি আনোয়ারুল আমিন। শস্য ঋণের নামে অর্থ নিয়ে কৃষকদের তামাক চাষের ব্যাপারে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের মিডিয়া অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি ম্যোঅডি নেটর তাইফুর রহমান বলেন, তামাক চাষ কমিয়ে আনতে হলে তামাক কোম্পানরি ঋণ প্রদান বন্ধ করতে হব। কৃষকদের ঋণ না দেওয়ার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যে প্রজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, সেটা কাজে আসছে না। কারণ তামাক কোম্পানির জন্য এটা প্রযোজ্য নয়। কোম্পানিগুলোই ঋণ দিচ্ছে চাষীদের।

তিনি বলেন, বিএটিবি একটি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। ঋণ দেওয়া তাদের কাজ নয়। তারপরও দেওয়া হচ্ছে। নিয়মানুযায়ী মাইক্রো ক্রেডিট দিতে হলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি লাগে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো কারো অনুমতি ছাড়াই এ ঋণ প্রদান করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, সংশোধিত আইনে তামাক কোম্পানির ঋণ দেওয়া নিষিদ্ধ করার দাবি জানানো হয়েছিল তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে। সরকার অবশ্য সেটা রাখেনি। তবে একটি পরিপূর্ণ নীতিমালা করা হবে বলে আমাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। যেখানে তামাক কোম্পানি ঋণ প্রদান নিষিদ্ধ করা হবে।

১৮ মার্চ ২০১৩

নিবিড় দেখা

পাহাড়ে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর প্রতারণা!

কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটির (সিএসআর) আড়ালে তামাক চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছে বহুজাতিক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)। শুধুমাত্র কোম্পানির তালিকাভুক্ত কয়েক'শ চাষীর মাঝে 'দীপ্ত' প্রকল্পের সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। অথচ পাহাড়ে অন্ধকার দূর করে আলো জ্বালানো হয়েছে বলে কোটি টাকা খরচে বিজ্ঞাপন প্রচার করেছে বিএটিবি। আইনের ফাঁক গলে এসব বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে কোম্পানির লোগো প্রচার করিয়ে নিচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, মূলত অন্য কোম্পানির চাষীদের আকৃষ্ট করতে এবং পত্রিকায় নিজেদের লোগো ব্যবহার করতেই এসব সোলার বিতরণ করছে বিএটিবি। বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির ৪টি গ্রামের ৫৭৬টি পরিবারকে 'দীপ্ত' প্রকল্পের অধীনে সৌরবিদ্যুত দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিএটিবি। হতদরিদ্র পরিবারগুলোকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুত সহায়তা দেওয়া হয়েছে বলে প্রচারণা চালালেও, দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র নিজ চাষীদের। এদের মধ্যে অনেক অবস্থাসম্পন্ন কৃষকও রয়েছেন। তামাকচাষীরা জানান, ২০ ওয়াটের এ সৌরবিদ্যুৎ দিয়ে তিনটি বাতি জ্বালানো সম্ভব। সূত্র জানিয়েছে, এ ধরনের একটি সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনে বিএটিবি'র খরচ হয়েছে মাত্র ২৫ হাজার টাকা। অথচ বিজ্ঞাপনেই খরচ করেছে কোটি টাকার ওপর।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ২০১১ সাল থেকেই স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে এ সৌরবিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য কথার্বাতা চালাতে থাকে বিএটিবি। এ ক্ষেত্রে পাড়ার হেডম্যান, উপজেলার বিভিন্ন সরকারি অফিসের কর্মকর্তা ও ব্যাবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিষ্ঠানটি।
তবে চাষীদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করার এ প্রকল্পের প্রচারণা করতে দেশের একটি বাংলা ও ইংরেজি দৈনিকে ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ৫৭ লাখ টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়েছে বিএটিবি। দেশের ওই দু'টি দৈনিকে তিন দিন করে বিজ্ঞাপন দিয়েছে তারা। জানা যায়, বাংলা পত্রিকাটিতে প্রথম পাতায় ৬৪ ইঞ্চি বিজ্ঞাপনের খরচ পড়েছে প্রতিদিন ১১ লাখ ৮৪ হাজার টাকা। ইংরেজি দৈনিকটিতে প্রথম পাতায় ৬৪ ইঞ্চি বিজ্ঞাপনের জন্যে প্রতিদিন দিতে হয়েছে ৭ লাখ ৪ হাজার টাকা। দু'টি পত্রিকাতেই মোট ৫৬ লাখ ৬৪ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন দিয়েছে বিএটিবি। তবে অন্যান্য পত্রিকার বিজ্ঞাপন মিলে এ অর্থের পরিমাণ কোটি টাকা ছাড়ায় বলে জানিয়েছে বিএটিবি সূত্র।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ২০১১ সাল থেকেই স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে এ সৌরবিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য কথার্বাতা চালাতে থাকে বিএটিবি। এ ক্ষেত্রে পাড়ার হেডম্যান, উপজেলার বিভিন্ন সরকারি অফিসের কর্মকর্তা ও ব্যাবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিষ্ঠানটি। তবে চাষীদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করার এ প্রকল্পের প্রচারণা করতে দেশের একটি বাংলা ও ইংরেজি দৈনিকে ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ৫৭ লাখ টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়েছে বিএটিবি। দেশের ওই দু'টি দৈনিকে তিন দিন করে বিজ্ঞাপন দিয়েছে তারা। জানা যায়, বাংলা পত্রিকাটিতে প্রথম পাতায় ৬৪ ইঞ্চি বিজ্ঞাপনের খরচ পড়েছে প্রতিদিন ১১ লাখ ৮৪ হাজার টাকা। ইংরেজি দৈনিকটিতে প্রথম পাতায় ৬৪ ইঞ্চি বিজ্ঞাপনের জন্যে প্রতিদিন দিতে হয়েছে ৭ লাখ ৪ হাজার টাকা। দু'টি পত্রিকাতেই মোট ৫৬ লাখ ৬৪ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন দিয়েছে বিএটিবি। তবে অন্যান্য পত্রিকার বিজ্ঞাপন মিলে এ অর্থের পরিমান কোটি টাকা ছাড়ায় বলে জানিয়েছে বিএটিবি সূত্র।

সরজমিন লামা উপজলোর রুপসীপাড়া ইউনয়িনের ১ নং ওয়ার্ডের বৌদ্ধভিটায় গিয়ে দেখা যায় সেখানে ১০০টি ঘরে সৌরবিদ্যুত দিয়েছে বিএটিবি। এই ১০০টি ঘর মাঝখানে রেখে চারদিকের জমিতে শুধুই তামাক ক্ষেত। কথা বলে জানা যায় সাত বা আট ঘর বাদ দিলে এ পাড়ার প্রায় প্রত্যেকটি ঘরের কৃষকই বিএটিবি'র চাষী। একই গ্রামের পার্শ্ববর্তী পূর্বাসর পাড়ার সলিম মিয়া ঢাকা টোবাকোর তালিকাভুক্ত চাষী। তিনি জানান, বৌদ্ধভিটায় একসঙ্গে সবচেয়ে বেশি বিএটিবি'র চাষী বাস করে। এ জন্যে ওই পাড়াতেই সৌরবিদ্যুত দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'বৌদ্ধভিটার চাষীরা আমাদের জানিয়েছে আমাদের পাড়ার অনেকেই যদি একসঙ্গে বিএটিবি'র তালিকাভুক্ত হয়, তাহলে আগামীতে পূর্বাসরেও সৌরবিদ্যুত

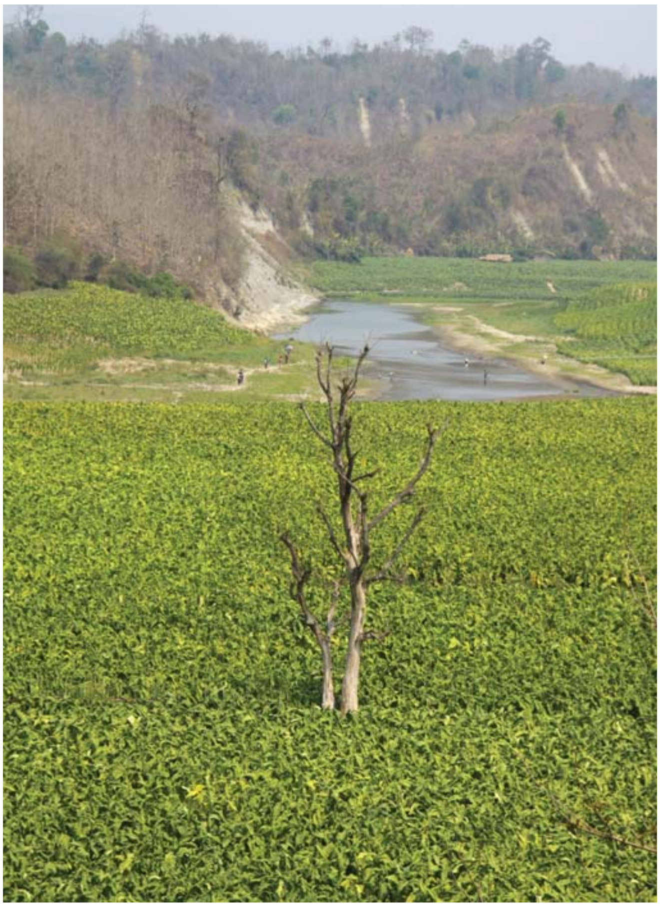

নিবিড় দেখা

২০ মার্চ ২০১৩

সিএসআর পুঁজি করে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর বিজ্ঞাপন

কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির (সিএসআর) নামে নিজেদের বিজ্ঞাপন প্রচার করে বেড়াচ্ছে তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)। 'ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫'এর ফাঁক গলে তারা তাদের প্রচারণা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সম্প্রতি, বান্দরবানের লামা ও আলীকদম উপজেলা ঘুরে দেখা যায়, তামাক চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করতে সিএসআরের নামে নানা প্রকল্প চালাচ্ছে বিএটিবি। আলীকদম উপজেলা কৃষি অধিদপ্তর থেকে পাওয়া তথ্যমতে, প্রায় ১ হাজার ২শ একর জমিতে এবারে তামাক চাষ হচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, জেলায় বিএটিবির সিএসআর প্রকল্প 'দীপ্ত' ও 'বনায়ন' ছাড়াও কৃষকদের উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য 'কৃষক স্কুল' চালু রয়েছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে কোম্পানির বিজ্ঞাপন প্রচার ও কৃষকদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করছে বিএটিবি। তবে কৃষকদের উন্নত চাষের প্রশিক্ষণের নামে দেওয়া হচ্ছে কেবল তামাক চাষের প্রশিক্ষণ। এ রকম একটি স্কুল রয়েছে আলীকদম উপজেলায়। চাষীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, যে সব চাষীর তামাক ১নং গ্রেডের, তারাই শুধু প্রশিক্ষণ পায়। প্রভাবশালী ২০ থেকে ৩০ জন কৃষককে এই প্রশিক্ষণ দেয় বিএটিবি। ২০১১-১২ অর্থবছরে কৃষক স্কুল থেকে প্রশিক্ষণ নেন আলীকদমের প্রভাবশালী কৃষক নয়াপাড়ার রুহুল আমিন, মনসুর, আনোয়ার হোসেন, ইসহাক, সাবের মিয়া পাড়ার আব্দুস সালাম, আব্দুল হামিদ ও পানবাজারের ফারুক, বাজারের ফরিদুল আলম, জাফর আলমসহ অনেকে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক চাষী জানান, সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন ওই স্কুলে যেতে হয়। কীভাবে তামাকের ভালো ফলন করা যায়, সে ব্যাপারেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সম্মানীও দেওয়া হয়। যে সব কৃষক গত মৌসুমে ১নং গ্রেডের ভালো তামাক সরবরাহ করেছেন, শুধুমাত্র তারাই প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। এর ফলে ১নং গ্রেডের তামাক উৎপাদনে কৃষকের আগ্রহ বাড়ে বলে জানান তিনি। বান্দরবানের রাস্তার দুপাশ জুড়েই রয়েছে বিএটিবির সিএসআর প্রকল্প 'বনায়ন'। মূলত ব্যস্ত সড়কগুলোর দুপাশে এক সারি করে চারা বিতরণ করেছে বিএটিবি। এই প্রকল্পের বিজ্ঞাপনের সাইনবোর্ড রয়েছে পুরো বান্দরবান জেলা জুড়েই। আর এসব সাইন বোর্ডে রয়েছে বিএটিবির লোগো।

দেবে কোম্পানি। একই প্রলোভনে আলীকদম উপজেলায় মহুলাপাড়াতেও সৌরবিদ্যুৎ দিয়েছে বিএটিবি। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এ পাড়ায় মূলত আদিবাসী তামাক চাষীদের বাস। এসব চাষীরা যেন স্থায়ীভাবেই বিএটিবি'র তালিকাভুক্ত থাকে সে প্রচেষ্টাতেই বিএটিবি'র এ কৌশল। লামা থেকে আলীকদম যেতে হাতের ডানে মহুলাপাড়ায় ৫০ টির মতো বাড়িতে এ সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন করা হয়েছে।

লামা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এনামুল হক বাংলানিউজকে জানান, ২০১২-১৩ অর্থবছরে উপজেলার ১০৭৫ হেক্টর জমিতে তামাকের চাষ হয়েছে। তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করার বিভিন্ন কর্মসূচি থাকলেও তামাক কোম্পানিগুলো কৃষকদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গর্ভনর ড. সালেহউদ্দিন আহমদেরে কাছে জানতে চাইলে তিনি বাংলানউজকে বলেন, "তামাক কোম্পানি যেহেতু জনস্বার্থের জন্যে ক্ষতিকর তাই তাদের অবশ্যই সিএসআর'র মাধ্যমে ভালো কিছু করতে হবে। তবে তাদের সিএসআর'এ বাধা নেই। কিন্তু যদি সাধারণ মানুষের উপকারের কথা না ভেবে নিজেদের ব্যবসার প্রচারের কথা ভেবে কোনো কিছু করে তবে সেটা সিএসআর নয়।" তিনি বলেন,"প্রশাসনকেও খেয়াল রাখতে হবে সিএসআর করার পেছনে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা রয়েছে কি না।" এ ব্যাপারে বিএটিবির প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা (জনসংযোগ) আনোয়ারুল আমিনের কাছে বিস্তারিত জানতে চেয়ে মেইল পাঠালেও, তার জবাব দেননি তিনি।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন (২০০৫) ও সংশোধনী বিল ২০১৩ অনুযায়ী কোন সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিলেও তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সিল, সাইন, প্রতীক ব্যাবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এছাড়াও এ ধারার বিধান লংঘন করলে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। একই ধরনের অপরাধ ফের করলে দণ্ডও দ্বিগুণ হারে হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ সমস্ত ধারা বজায় রেখে সংসদে উত্থাপিত বিলটি যদি পাশ করা হয়, তবে সিএসআর এর অজুহাতে তামাক কোম্পানির প্রচারণা চালানো এবং লোগো ব্যাবহার করে এসব বিজ্ঞাপন বন্ধ হবে বলে মত দিয়েছেন তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো। ■

একই প্রলোভনে আলীকদম উপজেলায় মহুলাপাড়াতেও সৌরবিদ্যুৎ দিয়েছে বিএটিবি। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এ পাড়ায় মূলত আদিবাসী তামাক চাষীদের বাস। এসব চাষীরা যেন স্থায়ীভাবেই বিএটিবি'র তালিকাভুক্ত থাকে সে প্রচেষ্টাতেই বিএটিবি'র এ কৌশল।

নিবিড় দেখা

> “‘বনায়ন’ প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের গাছের চারা দেওয়া হয় বলে প্রচারণা চালায় বিএটিবি। তবে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মূলত ধৈঞ্চার চারা দেওয়া হয় তামাক চাষীদের।”

বর্তমান আইন অনুযায়ী, তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ থাকার কারণে কৌশলে এসব সাইনবোর্ডের মাধ্যমে বিএটিবি প্রচারণা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তামাক বিরোধী সংস্থাগুলোর। লামা উপজেলার ব্যবসায়ী চিংপই মার্মা জানান, বিএটিবি রাস্তার দুপাশে যেসব গাছ লাগাচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে আছে বেলজিয়াম, একাশি, মেহগনি। কিন্তু, রাস্তার দুপাশে এসব গাছের একটি থেকে অনেকটির মধ্যে বিস্তর ফাঁক রয়েছে। ‘বনায়ন’ প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের গাছের চারা দেওয়া হয় বলে প্রচারণা চালায় বিএটিবি। তবে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মূলত ধৈঞ্চার চারা দেওয়া হয় তামাক চাষীদের। এসব ধৈঞ্চা চাষ করা হয় তিন মাসের জন্য। তামাক পোড়াতে লাকড়ির পাশাপাশি খড়ি হিসেবে ধৈঞ্চা ব্যবহার করা হয়। আর তামাক পোড়ানোর জন্য কিনতে হয় লাকড়ি। বিএটিবির এক কৃষক জানান, তামাক পোড়ানোর একটা টুন্ডুলে প্রায় ৬০০ মণ লাকড়ি লাগে। ফলে, একজন কৃষকের এক মৌসুমে প্রায় ৪ হাজার ৮০০ মণ লাকড়ি প্রয়োজন হয়। সিএসআর প্রকল্প ‘দীপ্ত’র মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ দিয়ে পাহাড় আলোকিত করা হচ্ছে বলে প্রচারণা চালাচ্ছে বিএটিবি। তবে লামা উপজেলার বৌদ্ধভিটা ও আলীকদম উপজেলার মহ্ললাপাড়া ঘুরে দেখা গেছে, শুধুমাত্র যে পাড়াতে বিএটিবির চাষী বেশি রয়েছেন, সেখানেই সৌরবিদ্যুৎ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে যারা তালিকাভুক্ত নন, তাদেরও কোম্পানির আওতায় আনতে চাইছে বিএটিবি। তামাক বিরোধী বেসরকারি সংস্থা উবিনীগের আলীকদম উপজেলার গবেষক কামালউদ্দিন বাংলানিউজকে বলেন, “বিএটিবি সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির নামে যে প্রকল্পগুলো চালাচ্ছে, সেগুলো লোক দেখানো। মূলত কৃষকদের তামাক উৎপাদনে উৎসাহিত করতেই এসব কৌশল বেছে নিয়েছে কোম্পানিটি।” বনায়ন কর্মসূচির নামে সাইনবোর্ড দিয়ে নিজেদের বিজ্ঞাপন প্রচার করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তিনি জানান, তামাক কোম্পানির বনায়ন কর্মসূচির ফলে মাতামুহুরী ও সাঙ্গু নদীর পাড়েও এর উৎপাদন হচ্ছে।

বিদ্যমান আইনের ৫নং ধারায় তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধারার ১(গ)-তে মিডিয়া, বই, বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড বা অন্য কোনোভাবে তামাকজাত দ্রব্যের প্রচার করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও উপধারা ৪-এ তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বা এর ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য কোনো দান বা পুরস্কারের ব্যয়ভার বহনকেও কোম্পানির জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ আইনের ফাঁক গলে সিএসআর-এর প্রচারণার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কোম্পানির প্রচারণা চালাচ্ছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো। এসব অভিযোগের ব্যাপারে লামা উপজেলার হরিণঝিরিতে অবস্থিত ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর দায়িত্বরত কর্মকর্তা রিপন কোনো কিছু জানাতে অস্বীকার করেন। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের (২০০৫) মতো ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিল-২০১৩ তেও বলা হয়েছে, তামাক পণ্যের প্রসারের উদ্দেশ্যে এসব কোম্পানির অর্থায়নে কোনো উপহার, বৃত্তি, নগদ টাকা বা ডোনেশন নেওয়া যাবে না। সিএসআর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধনী) বিল ২০১৩ এর ৩নং ধারা অনুযায়ী, কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে সামাজিক কার্যক্রমে অংশ করলেও তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সিল, সাইন, প্রতীক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সিএসআরের নামে তামাক কোম্পানির কৌশলে প্রচারণা বন্ধ করার জন্য এ সব ধারা সম্বলিত বিলটি পাস ও বাস্তবায়ন করা হলে এ ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করা যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রজ্ঞা

প্রগতির জন্য জ্ঞান এই দর্শনকে সামনে রেখেই প্রজ্ঞা'র যাত্রা শুরু। জ্ঞানের সাথে অভিজ্ঞতার যে সম্পূরণ, আমাদের কাছে তা-ই 'প্রজ্ঞা'। একটি অলাভজনক এডভোকেসি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রজ্ঞা'র যাত্রা শুরু ২০০৮ সালের জানুয়ারী মাসে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিজ্ঞতায় নবীন হলেও একদল তরুণ কর্মীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর অফুরন্ত কর্মস্পৃহা প্রজ্ঞাকে সমৃদ্ধ করছে প্রতিনিয়ত। এডভোকেসি, গবেষণা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির নানা প্রশিক্ষণ প্রজ্ঞার কর্ম পরিধির প্রধান জায়গা। প্রজ্ঞা বিশ্বাস করে নিবিড় গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগে, নীতিনির্ধারণী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে এডভোকেসি কর্মকান্ডের বিকল্প নেই। তবে সেই এডভোকেসি কার্যক্রম হতে হবে বাস্তবধর্মী, যুগোপযোগী এবং সর্বোপরি ইনোভেটিভ অর্থাৎ উদ্ভাবনীমূলক। প্রজ্ঞা এক্ষেত্রে বরাবরই প্রাধান্য দিয়েছে বাংলাদেশের গণমাধ্যমকে। আমাদের বিশ্বাস গণমাধ্যম হতে পারে জনস্বার্থের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। প্রজ্ঞার এমনি এক উদ্যোগ 'তামাক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যম'। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের সকল নাগরিককে তামাকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি নীতিনির্ধারক মহলের এবিষয়ে আরও মনযোগ আকর্ষণে গণমাধ্যমের ভূমিকা জোরালো করতেই প্রজ্ঞা'র এই প্রয়াস। ২০১০ সালের শুরুতে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনিস্টিটিউট (পিআইবি) যৌথভাবে বাংলাদেশে গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু করে। কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ অনুসারে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকান্ডে সমন্বিতভাবে কাজ করার লক্ষ্যে একটি মিডিয়া নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়। Anti Tobacco Media Alliance (ATMA)-আত্মা নামে শুরু হয় তিন শতাধিক সদস্য বিশিষ্ট এই নেটওয়ার্কের পথচলা। 'মিডিয়া ফর টোব্যাকো কন্ট্রোল ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরাই মূলত: এই নেটওয়ার্কের সদস্য। এছাড়াও সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত এবং এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন এমন যে কোন ব্যাক্তি এই নেটওয়ার্কের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করাই আত্মা'র প্রধান লক্ষ্য। প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এই নেটওয়ার্কের সচিবালয় হিসাবে কাজ করছে।

Bloomberg Philanthropies

Campaign for Tobacco-Free Kids

সংখ্যা ০৬ । বর্ষ ০৩। মে ২০১৩

সম্পাদনা পর্ষদ
মর্তুজা হায়দার লিটন, শুচি সৈয়দ, রুহুল আমিন রুশদ, সৈকত হাবিব, মোহাম্মদ নাদিম, দৌলত আক্তার মালা
আমীন আল রশীদ, তাইফুর রহমান, এবিএম জুবায়ের

অলংকরণ
কাজী নাজমুল হাসান রাসেল

প্রকাশক
প্রজ্ঞা

ফ্ল্যাট ৪-বি, বাড়ি ১১, সড়ক ০৩, ব্লক এ, মিরপুর ১১, ঢাকা ১২১৬
ফোন: ৯০০৫৫৫৩, ফ্যাক্স: ৮০৬০৭৫১
ইমেইল: progga.bd@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.progga.org